CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 August, 2024 ■ আগরতলা ১১ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৬ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভূমিধসে বিধ্বস্ত ওয়ানাডে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস

কেরলের পাশে আছে কেন্দ্র

ওয়ানাড, ১০ আগস্ট (হি.স.)।। কেরল সরকারের পাশে আছে কেন্দ্র, ভূমিধসে বিধ্বস্ত ওয়ানাডে গিয়ে এমনটাই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি ঘটনার দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম আমরা সহায়তা প্রদান করবো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ডাক্তার সবাই সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুততম সময়ে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁরা একা নন আমরা সবাই তাদের পাশে আছি। কেন্দ্রীয় সরকার কেরল সরকারের পাশে আছে এবং অর্থের অভাবে কোনও কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডের পরিস্থিতি আকাশপথে ঘুরে দেখেন। পরে

বিধ্বস্ত এলাকাতেও যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সঙ্গে ছিলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপী। এরপর তিনি ত্রাণ শিবির ও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মানুষজনকেও দেখতে যান। প্রধানমন্ত্রী রদিন পুনচিরিমাত্তম, মুন্ডক্কাই এবং চুরমালার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিকেলে এক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, শুরু থেকেই আমি ভূমিধসের খবর নিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সংস্থা যারা এই বিপর্যয়ে সাহায্য করতে পারত তারা অবিলম্বে একত্রিত হয়েছিল। এই দুর্যোগ স্বাভাবিক নয়। হাজার হাজার পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখেছি। আমি ত্রাণ শিবিরে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে দেখা করেছি, যারা এই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। আমি হাসপাতালে আহত রোগীদের সঙ্গেও দেখা করেছি।' উল্লেখ্য, ওয়ানাডে ভয়াবহ এই ভূমিধসে ৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। খোঁজ পাওয়া যায়নি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের জন্য ১ কোটি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়

নতুন দিল্লি, ১০ আগষ্ট ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-নগর (পিএমএওয়াই-ইউ) ২.০ এর অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় শহরাঞ্চলে সুলভ মূল্যে বাড়ি নির্মাণ, ক্রয় বা ভাড়া নেওয়ার জন্য রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (ইউটি) / পিএলআই-এর মাধ্যমে ১ কোটি শহুরে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ২.৩০ লক্ষ কোটি টাকা সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে।

পিএমএওয়াই-ইউ হল শহরাঞ্চলে সমস্ত যোগ্য সুবিধাভোগীদের সমস্ত আবহাওয়ার উপযুক্ত পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যতম প্রধান একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি। পিএমএওয়াই-ইউ-এর আওতায় ১.১৮ কোটি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৮৫.৫ লক্ষেরও বেশি গৃহ নির্মাণ করে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে একথা ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত সরকার আগামী বছরগুলিতে একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে আসবে যাতে দুর্বল এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি একটি বাড়ির মালিক হতে পারেন।

পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১০ জুন ২০২৪ তারিখে গৃহ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ৩ কোটি গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, পিএমএওয়াই-ইউ ২.০, দশ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে, এক কোটি পরিবারের আবাসন চাহিদা পূরণ করবে, যাতে প্রত্যেক নাগরিক উন্নত মানের জীবনযাপন করতে পারেন।

এছাড়াও, ক্রেডিট রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্টের (সিআরজিএফটি) কর্পাস ফান্ড ব্যাঙ্ক ১,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে যাতে ব্যাঙ্ক / হাউজিং ফিনান্স কোম্পানি (এইচএফসি) / প্রাথমিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএলআই) থেকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিভাগ (ইডাব্লুএস) / নিম্ন আয়ের গ্রুপ (এলআইজি) বিভাগের অন্তর্গত মানুষদের জন্য তাদের প্রথম বাড়ি নির্মাণ/ক্রয়ের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন ঋণের উপর ক্রেডিট ঝুঁকি গ্যারান্টির সুবিধা প্রদান করা যায়। ক্রেডিট রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ডের পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক (এনএইচবি) থেকে ন্যাশনাল ক্রেডিট গ্যারান্টি কোম্পানিতে (এনসিজিটিসি) স্থানান্তরিত হবে। ক্রেডিট রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড স্কিম পুনর্গঠন করা হচ্ছে এবং আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক (এমএইচইউএ) দ্বারা সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করা হবে।

পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ যোগ্যতার মানদণ্ড

ইডব্লুএস/এলআইজি/মিডল ইনকাম গ্রুপ (এমআইজি) সেগমেন্টভুক্ত পরিবার, যাদের দেশের কোথাও পাকা বাড়ি নেই, তারা পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-এর অধীনে বাড়ি কিনতে বা নির্মাণ করতে পারবেন।

ইডব্লুএস পরিবারগুলি এমন যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ পর্যন্ত।

এলআইজি পরিবারগুলি হল এমন যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ পর্যন্ত।

এমআইজি পরিবারগুলি হল এমন যাদের বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ পর্যন্ত।

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তি

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে সমস্ত বিধিবদ্ধ শহর এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপিত শহরগুলি, শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের অধীনে বিজ্ঞাপিত পরিকল্পনা / উন্নয়ন এলাকার মধ্যে পড়ে এমন অঞ্চলগুলি বা নগর পরিকল্পনা ও বিধিবিধানের দায়িত্বে ন্যস্ত রাজ্য আইনের অধীনে এই জাতীয় কোনও কর্তৃপক্ষকেও পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ এর আওতায় কভারেজের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ এর উপাদান

এই প্রকল্পটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে শহরাঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করার চেষ্টা করে:

১. বেনিফিশিয়ারি-লেড কনস্ট্রাকশন (বিএলসি): এই ভার্টিক্যালের অধীনে, ইডব্লুএস বিভাগের অন্তর্গত স্বতন্ত্র যোগ্য পরিবারগুলিকে তাদের নিজস্ব উপলব্ধ খালি জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ভূমিহীন সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে, রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি জমির অধিকার (পাট্টা) সরবরাহ করতে পারে।

২) অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং ইন পার্টনারশিপ (এএইচপি): এএইচপি-র অধীনে, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল/শহর/সরকারি/বেসরকারি সংস্থাগুলির বিভিন্ন অংশীদারিত্বে নির্মিত বাড়ির মালিকানার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩) সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া আবাসন (এআরএইচ): এই প্রকল্পটি কর্মজীবী মহিলা / শিল্প শ্রমিক / শহুরে অভিবাসী / গৃহহীন / নিঃস্ব / শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য পর্যাপ্ত ভাড়া আবাসন তৈরি করবে। এআরএইচ শহুরে বাসিন্দাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের এবং স্বাস্থ্যকর থাকার জায়গা নিশ্চিত করবে যারা বাড়ির মালিক হতে চান না তবে স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে আবাসন প্রয়োজন বা যাদের বাড়ি নির্মাণ/কেনার আর্থিক সামর্থ্য নেই।

৪) ইন্টারেস্ট সাবসিডি স্কিম (আইএসএস): আইএসএস প্রকল্পটি ইডব্লুএস / এলআইজি এবং এমআইজি পরিবারগুলির জন্য গৃহঋণে ভর্তুকির সুবিধা প্রদান করবে। ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ির মূল্য সহ ২৫ লক্ষ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারী সুবিধাভোগীরা ১২ বছর মেয়াদ পর্যন্ত প্রথম ৮ লক্ষ ঋণের উপর ৪ শতাংশ সুদের ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য হবেন। পুশ বাটনের মাধ্যমে যোগ্য সুবিধাভোগীদের ৫ বছরের কিস্তিতে সর্বাধিক ১.৮০ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে। সুবিধাভোগীরা ওয়েবসাইট, ওটিপি বা স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে তাদের অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করতে পারবেন।

সুদের ভর্তুকি প্রকল্পের (আইএসএস) উপাদান ছাড়া, পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ সেন্ট্রাল স্পনসরড স্কিম (সিএসএস) তথা কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়িত হবে।

উল্লেখ্য:

ক) পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-এর অধীনে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শেয়ার বাধ্যতামূলক হবে। ন্যূনতম রাজ্য ভাগ ছাড়াও, রাজ্য সরকারগুলি ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত টপ-আপ শেয়ারও সরবরাহ করতে পারে।

তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাজ্যের উন্নয়নকে সমৃদ্ধ করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মাকে আজ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মান্দাইয়ের খরাঙ কমিউনিটি হলে এই নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, দেশের কোনও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল পদে ত্রিপুরা থেকে যীষ্ণু দেববর্মাই প্রথম নিযুক্ত হয়েছেন।

নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব

ব্রিজেশ পান্ডে, ডিজিপি (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ ধ্যানকর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক ও মানপত্র তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, "আপনি এ রাজ্যের ভূমিপুত্র এবং ত্রিপুর রাজ পরিবারের কৃতি সন্তান। আমরা গর্বিত যে, আপনি এই রাজ্যের প্রথম ব্যক্তি যিনি কোনও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল পদে আসীন হয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছে এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। আপনি শুধু একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ নন, আপনি একাধারে কবি, লেখক ও শিল্পী।

পাশাপাশি রয়েছে আপনার মানবদরদী চিন্তাভাবনা। এই রাজ্যে জনজাতি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নে আপনার চিন্তাভাবনা ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুয়ো থেকে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। কুয়োর থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে। মৃত মহিলার নাম সুমতি মারার বয়স (৫৯) বছর। স্বামী রাম প্রসাদ মারার। উনার তিন ছেলে বর্তমান। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার কমলপুর থানার কুচাই নালা পঞ্চায়েতের রাম প্রতি পাড়া গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ সহ ফরেন্সিক টিম হাজির হয়ে প্রাথমিক ভাবে তদন্ত করে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

গ্রামের জনৈকা মহিলা জানান, মৃত সুমতি মারার কে পরিবারের সদস্যরা নির্যাতন করতো। গত ৮ আগস্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন পরিবারের সদস্যরা মৃত মহিলা কে শারীরিক নির্যাতন করে উঠানে ফেলে রাখে। গ্রামবাসীদের ধারণা শুক্রবার রাতে মহিলাকে নির্যাতন করে মেরে কুয়াতে ফেলে দেওয়া হয়। এটা খুন বলে জানান।

গতকাল রাতে (শুক্রবার রাত) মৃতার স্বামী রাম প্রসাদ মারার জানান, গতকাল রাতে তিনি গ্রামের এক বাড়িতে কীর্তন ছিল সেখানে গিয়ে ছিলেন। রাতে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইকের ধাক্কায় আহত পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। নেশা খোরদের তান্ডব থেকে বাদ যাচ্ছে না খোদ পুলিশও। শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ কল্যাণপুরের মোহরছড়ায় মোবাইল ডিউটি করতে গিয়ে এক নেশাখোরের বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন কল্যাণপুর থানার এক এ এস আই।

জানা গিয়েছে, শিব প্রসাদ দেব নামের ওই এ এস আই টি এস আর নিয়ে গভীর রাতে মোহরছড়ায় মোবাইল ডিউটি করছিলেন। এমন সময় একটি দ্রুত গতির পালসার বাইক এসে তাকে হটাৎই ধাক্কা মারে। বাইকের ধাক্কার ফলে ওই পুলিশ অফিসার উল্টে গিয়ে পিচের রাস্তার আর এক পাশে পড়েন। এতে তার মাথা ও শরীরে গভীর আঘাত লাগে। বাইকটি ও রাস্তার পাশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাম চাষীদের সামলম্বী হতে সরকার বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় সূচনা হল পাম তেল প্রক্রিয়াকরন কারখানা, গবেষনা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের। গোদ্রেজ কোম্পানি এবং ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে শুরু হলো এই প্রক্রিয়াকরন। ধলাই জেলার নালকাটায় রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ নিজ হাতে এদিন ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেন এই প্রক্রিয়াকরন কেন্দ্রের।

ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে পাম গাছের থেকে তেল উৎপাদনের প্রক্রিয়া। রাজ্য সরকার এবং গোদ্রেজ কোম্পানির মাধ্যমে সাক্ষরিত চুক্তির পর শনিবার ধলাই জেলার নালকাটায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয় সেই পাম তেল প্রক্রিয়াকরন কারখানা এবং গবেষনা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের। এই উপলক্ষে শনিবার নালকাটার সরকারী ওচার্ডে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর ও গোদ্রেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড।

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং গোদ্রেজ কোম্পানির পদস্থদের উপস্থিতিতে এদিন নালকাটায় হয় এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। প্রক্রিয়াকরন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন পাম তেল প্রক্রিয়াকরনের মুখ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্ট বারে নতুন সভাপতি বিল্বল, সম্পাদক সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। এসোসিয়েশন কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে ৬-৫ ফলাফলে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্যানেল। সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী বিল্বল নন্দী মজুমদার। তাছাড়া, সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন ইন্ডি জোটের আইনজীবী সুব্রত সরকার।

প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে মোট ২১ টি আসনের জন্য ২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনে মোট ২১৭ জন ভোটার রয়েছেন। ১১টি পদের মধ্যে রয়েছে সভাপতি, সহসভাপতি, সম্পাদক, সহসম্পাদক, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল থেকে বঞ্চিত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের গিরিবাসীরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের গাফিলতির কারণে সরকারি পরিশোধিত পানীয়জল থেকে বঞ্চিত গিরিবাসীরা। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন বিভিন্ন ভিলেজ এলাকায় পানীয়জলের সমস্য দীর্ঘ বছর ধরেই চলে আসছিল। এনিয়ে ডেপুটেশন, সড়ক অবরোধ সহ নানা আআন্দোলন ঘটেছে বিগত সময়ে।

ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভিলেজ গুলোর মধ্যে প্রত্যন্ত বলে পরিচিত রয়েছে নোনাছড়া, কাকড়াছড়া, বিলাইহাম, আঠারো মুড়ার একটা অংশ সহ আরও কয়েকটি ভিলেজ।বিশেষ করে বিলাই হাম এলাকার মানুষের জলের সমস্যার কথা চিন্তা করে এলাকার জন প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে প্রায় ১৫০ পরিবারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বছর দুই আগে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইটে ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। প্রথমবার ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল সরাসরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গণনার সময় রাজ্যবাসী ফলাফল দেখতে পারবেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব অসিত কুমার দাস।

এদিন তিনি বলেন, ইতিমধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১২ আগস্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জিলা পরিষদ আসনে রাজ্যের ৩৫টি ভোট কেন্দ্রে গণনা হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্র পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৪ ▫ ১১ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ২৬ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শুরুই করিলো বৈষম্য দিয়া

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলোনের মধ্য দিয়া অর্জিত সরকার শুরুই করিলো বৈষম্য দিয়া। যেকোন সরকারের মেয়াদ নির্ধারিত থাকে। অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারের মেয়াদ কতোদিন?

ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়া বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের একাংশের মানুষজন অবশ্য এটাকে দেশবাসীর পাওয়া নতুন স্বাধীনতা হিসাবে দাবি করিয়াছেন। এপার এবং ওপার বাংলার বহু মানুষই মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হওয়া অন্তর্ববর্তী সরকারকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। তবে মহম্মদ ইউনুসের শপথ গ্রহণের দিনই ধর্মীয় বৈষম্য নিয়া প্রশ্ন তুলিলেন অনেকে। মহম্মদ ইউনুস ও বাকি সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান নিয়া প্রশ্ন তুলিয়া জ্যোতিকা নিজের ফেসবুকের পাতায় লিখেন, "শুভ দিন! নতুন বাংলাদেশের প্রথম দিন। ভয়ঙ্কর কটা দিনের পর, বাক স্বাধীনতার প্রথম দিনে এই লেখার মধ্যে দিয়া স্বাধীনতা উদযাপন শুরু করিলাম।

শুক্রবার সরকার শপথ নিয়াছে। রাষ্ট্রীয় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে শুধু কোরান থেকে পাঠ হইলো, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেসব অনুষ্ঠানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয় সেসব অনুষ্ঠানে কোরান, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক থেকেও পাঠ করা হয়।এটাই আমরা দেখিয়া আসিতেছি।

জ্যোতিকার কথায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলোনের মধ্য দিয়া অর্জিত সরকার শুরুই করিলো বৈষম্য দিয়া।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান এবং তাহার পর-পরই দ্রুত তৈরি হওয়া সার্বিক অরাজকতা সতেরো কোটি মানুষের এই দেশটিকে নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাইয়াছে। কোনও কেতাবি ঢঙে পৃথিবীর কোথাও অদ্যাবধি অভ্যুত্থান হয়নি, হয় না। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ কতটা নিখাদ ও প্রশ্নহীন আনুগত্যের একান্ত দাবিদার শাসকের অপরিণামদর্শিতার কারণে, আর কতটা আঞ্চলিক বা বহিঃশক্তিগুলির রাজনৈতিক এবং অন্যতর কূটকৌশলের জন্য, তাহার উত্তর পেতে সময় লাগিবে। বস্তুত, দেশের নাটকীয় পালাবদলের আকস্মিকতা এবং সতত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে এর বিচার করিতে যাওয়া হয়তো এক ধরনের হঠকারিতাই। কিন্তু, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং আর্থ-রাজনৈতিক কারণে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের দেশটিতে এই পর্বান্তর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে প্রভাব ফেলিতে বাধ্য।সদ্য অভিষিক্ত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস তুলনামূলক বিচারে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের বহু দেশের কান্ডারিদের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। সেই হিসাবে তাঁহার সাময়িক শাসনের কাছে ওয়াশিংটনের প্রত্যাশা অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ জনঘনত্বের এই দেশটিতে গণতন্ত্র বিপন্ন, এমন অভিযোগ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় বেশ কিছু দেশের তরফেই ইদানীং কালে শোনা গিয়াছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের শপথের আগেই তাহার সঙ্গে যে ভাবে আমেরিকা সুসম্পর্ক গড়িতে প্রত্যাশী ছিল, তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্য দিকে, এই অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী চিন বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপরে কড়া নজর রাখিয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অবতারণা জরুরি। নয়াদিল্লি-ঘনিষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে ঢাকার সঙ্গে চিনের বাড়তে থাকা ঘনিষ্ঠতা ছিল সাউথ ব্লকের কর্তাদের কপালে ভাঁজ ফেলার বিষয়। দু'বছর আগে উদ্বোধন হওয়া ছ'কিলোমিটার দীর্ঘ এবং একত্রিশ হাজার কোটি বাংলাদেশি টাকার বিনিময়ে তৈরি নজরকাড়া পদ্মা সেতুটি চিনের প্রযুক্তিগত সহায়তায় সেই দেশেরই একটি সংস্থা দ্বারা নির্মিত। বিগত পাঁচ বছরে চিন বাংলাদেশকে অন্তত তিন বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের সমতুল্য অর্থ ঋণ বাবদ দিয়াছে। সোনাদিয়া দ্বীপের কাছে চিনের সাহায্যে এক গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের বিষয়েও দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়াও চিনের আর্থিক সাহায্যে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশি প্রকল্প বর্তমানে নির্মীয়মাণ। কাজেই বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহে চিনের তীক্ষ্ণ নজর স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে সঙ্কট হইলে এই উপমহাদেশও সঙ্কটাপন্ন হইবে। সে দেশের মাটিতে বর্তমানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার তুল্যমূল্য বিচারের সময় এটা নয়। শাসনের ক্রমহ্রাসমাণ বৈধতার নিরিখে সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ভেদরেখাটি মুছতে বসিয়াছিল কি না, অনেকেই খেয়াল করেননি। অবিলম্বে অনিশ্চয়তার অন্ধকার কাটাইয়া দেশবাসী নতুন ভোরের সন্ধান করিবে, সেই বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশই প্রত্যয়ী। নয়াদিল্লিও উদ্যোগী হইলে সেই নতুন সকালে ঢাকার হাত ধরিতে সক্ষম। শপথের পরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন তরী বাওয়ার এই সুযোগ। দ্রোহকালে যে কোনও সঙ্কটই কিন্তু নতুন সুযোগ।

"লাশ গুনতে গুনতে বাংলার মানুষ আজ ক্লান্ত", মন্তব্য সুকান্তর

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): চিকিৎসকদের হাতে লেখা একাধিক নথি পেশ করে হাসপাতালে ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সুকান্তবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন,"লাশ গুনতে গুনতে বাংলার মানুষ আজ ক্লান্ত"।

তিনি লিখেছেন, "পার্ক স্ট্রিট, হাঁসখালী, কামদুনির মতো "ছোট", "তুচ্ছ" ঘটনায় মৃতা নির্যাতিতাদের তালিকায় সংযুক্ত হলো আরও একটি নাম। অনেক স্বপ্ন নিয়ে মেডিকেল পড়তে এসে হাসপাতাল ক্যাম্পাসেই পৈশাচিক কায়দায় দীর্ঘ নির্যাতনের পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হলো আরও একটি "বাংলার মেয়ে" - কে।

পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ববান একজন নাগরিক হিসেবে মাননীয়া ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীকে আমার প্রশ্ন- আপনার সরকারের অপদার্থতায় বাবা মায়ের আর কত কোল খালি হবে? আর কত বাংলার মেয়ের নিথর দেহ দেখলে আপনি স্বস্তি পাবেন? লাশ গুনতে গুনতে বাংলার মানুষ আজ ক্লান্ত!"

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল। শনিবার সকাল থেকে একের পর এক হাসপাতাল থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের বিক্ষোভের খবর আসছে। তাঁদের একাংশ কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। ফলে হাসপাতালে হাসপাতালে রোগীদের পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে।

ভারত নিয়ে উক্তি, ডঃ ইউনুসকে সংযত থাকার বার্তা তথাগতর

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): মুহাম্মদ ইউনুসের 'উদ্ধত উক্তি' নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার তথাগতবাবু লিখেছেন, "ইউনুস সাহেব নোবেলজয়ী বটে, কিন্তু তিনি রাজনীতির 'র' জানেন এরকম কোন প্রমাণ পাইনি। যতদিন তিনি এই প্রমাণটা না দেখাচ্ছেন ততদিন ভারত বা মিয়ানমার সম্বন্ধে কোনো উদ্ধত উক্তি না করাই শ্রেয়। করলে পরে ওঁকে বিপদে পড়তে হতে পারে, নিজের উক্তি গিলে খেতে হতে পারে।"

পরিবেশ সমালোচনা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী

পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবক্ষয় এবং পরিবেশের ক্রমাগত অপব্যবহার আজ বিশ্বের কাছ এক চূড়ান্ত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তবে এই সমস্যা সম্প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উদ্বেগের এই অনুভূতি প্রতিফলিত হয়ে সাহিত্যের এক নতুন শাখার জন্ম দিয়েছে যার নাম ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশ সমালোচনা। সাহিত্যের এক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই শাখা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যাগুলির প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এই সাহিত্যের পথিকৃৎ লেখিকা যা চেল কারসন "সাইলেন্ট স্প্রিং" (১৯৬২) বইয়ে দেখান 'ডিউটি'র ক্ষতিকারক প্রভাব, যার ফলে 'ডিডিটি'র ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। এর পরে অনেকেই লিখতে থাকেন। সম্প্রতি অমিতাভ ঘোষের লেখা 'দি নাটমেগ'স কার্সঃ প্যারাবলস ফর এ প্ল্যানেট ইন ক্রাইসিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা দুইটি গল্পে বিশেষ করে পরিবেশের অপব্যবহার এবং তজ্জনিত আদিবাসী এবং উপজাতি মানুষের উপর নিপীড়নের বিষয় উন্মোচিত হয়েছে- শিকার এবং মাহাদুঃ একটি রূপকথা।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় সভ্যতার সমালোচনা, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির দ্বিধাবিভক্তি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা উঠে আসে। আধুনিকীকরণের হাত ধরে পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে যে সংঘাত ক্রমাগত হয়ে চলেছে তার উপর এক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন লেখিকা। একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত লেখিকা তাঁর লেখায় প্রকাশ করে গেছেন অতীতের দলিল এবং জনগণের অব্যাহত সংগ্রাম। বাস্তুশাস্ত্রের প্রতি দেবীর দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে ওঠে তাঁর সমগ্র সৃজনশীল শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ কারণ তা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ খুঁজে পায়। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানবজাতির বেঁচে থাকা তখনই সম্ভব যখন মানুষ প্রকৃতিকে লুণ্ঠন না করে প্রকৃতিকে "মা" হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্মান করে। তার কথাসাহিত্য বিশ্বায়নের কারণে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে উদ্বেগজনক ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে যার মূলে রয়েছে বিভিন্ন সরকারের বেসরকারীকরণ এবং পুঁজিবাদী নীতি। তিনি দেখতে পান যে প্রকৃতির ধারাবাহিক নিধনযজ্ঞে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে দরিদ্র, বঞ্চিত উপজাতি এবং গ্রামীণ মহিলাদের জীবন যারা জীবিকা এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনের জন্য বনের উপর নির্ভর করে। লেখিকা হিসেবে দেবী মনে করেন যে একজন সৃজনশীল শিল্পী সমসাময়িক সভ্যতার ক্ষতিকারক উপাদানগুলিকে ধ্বংস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতের এক সুস্থ সমাজ পুনর্গঠন সাহায্য করে।

"শিকার" গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র মেরি ওঁরাও। গোমোর কাছে কুরুডায় সাহেবদের টিম্বার-প্লান্টেশন ছিল। স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে সাহেবরা চলে যায়। ডিক্সনদের বাংলো ও বাড়ি দেখাশোনা করত মেরীর মা। ডিক্সনের ছেলে ১৯৫৯-এ এসে বাড়ি, জঙ্গল সব বেচে দিয়ে চলে যায়। যাবার আগে ভিকনির গর্ভে মেরীকে দিয়ে যায়। তারপর রাঁচির প্রসাদজি যখন ডিক্সন-বাংলোয় থাকতে এলেন তখন থেকে ভিকনি আর মেরি প্রসাদের বাড়ি এবং বাগানের যাবতীয় কাজকর্ম করে। মেরী প্রসাদদের গাই-মোষ চরায়। ও অত্যন্ত গাই- চরিয়ে। তাছাড়া দোহরির বাজারে পাইকারি ব্যবসা পরিচালনা করে সে প্রসাদের প্রভূত আয় এনে দেয়। ব্যতিক্রমী ভাবে গায়ের রং ফরসা বলে ওঁরাও সমাজে সমাদৃত হলেও ওই সমাজের কেউ ওকে বিয়ে করবে না। তোহরির বাজারিয়াদের মস্তান ছেলে জালিম ওর প্রণয়ী। ওরা একসঙ্গে বসে বিক্রি করে। ওদের লক্ষ্য একশ টাকা জমলেই ওরা বিয়ে করবে। আপাত শান্ত কুরুডার জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসে যখন প্রসাদের ছেলে বনওয়ারি তহশীলদার সিংকে নিয়ে আসে গাছ কেটে কাঠের ব্যবসা করার জন্য। প্রসাদ প্রথমে আপত্তি করলেও স্থানীয় প্লান্টার লালচাঁদ আর মুলনি এবং গ্রামের প্রধানদের চাপে জলের দরে গাছ বিক্রি করতে রাজি হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ পুরুষপ্রতি দিনে বারো আনা, মহিলা প্রতি দিনে আট আনা মজুরি আর দুপুরে ছাতু-মকাইয়ের টিফিন মেনে নেয়। মেরি প্রতিবাদ করে প্রসাদকে বিরত হতে বলে। পরামর্শ দেয় তোহরিতে গিয়ে সরাসরি দরাদরি করতে। মেরি জানিয়েও দেয় যে মাঝে বনওয়ারির ভালো হিসসা খেয়েছে। প্রসাদজি বোঝেন মেরির কথার যথার্থতা। যা হোক, গাছ কাটা চলতে থাকে।

এদিকে মেরির ওপর নজর পড়েছে তহশীলদারের। প্রসাদ এবং গ্রামের মানুষের সতর্কতা সে মানে না। যে কোনও উপায়ে মেরিকে ওর চাই। মরসুমের গাছ কাটার শেষ পর্বে বাৎসরিক "শিকার" উৎসব আসে। "কেন ওরা শিকার করে, তা ওরা জানে না। পুরুষরা জানে। হাজার-লক্ষ চাঁদ ধরে ওরা এ দিনে শিকার খেলছে। একদিন বনে জানোয়ার ছিল, জীবন বন্য ছিল, শিকার খেলার অর্থ ছিল। এখন বন শূন্য, জীবন অপরিচিত ও নিঃশেষ, শিকার খেলা অর্থহীন। সত্যি শুধু একদিনের আনন্দটুকু।" বারো বছর পর এবার মেয়েদের পালা। গ্রামের মরদরা তাই মদ, গান আর সং সাজায় মেতেছে। তহশীলদের ওদের মদ দিয়েছে। এই সুযোগে তহশীলদার একা পেয়ে মেরির হাত ধরে। সামান্য কসরত করে মেরি আলাদা হয়ে তহশীলদারের মুখোমুখি দাঁড়ায়। নরম হয়ে গিয়ে শিকারের রাতে বুরু পাহাড়ের কাছে ও তহশীলদারের সাথে মিলিত হতে রাজি হয়। কিন্তু সেখানেই মেরির হাতে তহশীলদারের মৃত্যু। মেরির চোখে চতুষ্পদ "জানোয়ার" তহশীলদারকে মেরে ও সবচেয়ে বড় শিকার করেছে মনে করে। তারপর জালিমকে নিয়ে মেরির দেহত্যাগ।

দ্বিতীয় গল্প 'মাহাদুঃ একটি রূপকথা'র মূল ভাবনা "কোরকু" উপজাতিদের হাত থেকে জীবনধারণের উপকরণ কেড়ে নেওয়া, "কোরকু"দের আত্মদানের পথে প্রতিরোধ এবং মাহাদু রূপে এক রূপকথার চরিত্র। 'হাওড়া-বোম্বে রেলপথ স্থাপনের কোনও বিশেষ পর্যায়ে দু'পাশের সেগুন, বা "সাগা" অরণ্য কাটা হয়। বিশাল অরণ্য ভূমিটি ছিল যাদের অস্তিত্ব ও আশ্রয়, তারা প্রথমে নিরাশ্রয় হয় এবং ক্রমশ অনস্তিত্ব হয়ে যেতে থাকে। শরীরে জীবিতই ছিল, কিন্তু কোথাও সুতো কেটে যায়, কাটা ঘুড়ি হয়ে যায় তারা।। সেগুন, বা "সাগা" তাদের দেবতা, রক্ষয়িতা...। নাসিক-হাওড়ার ট্রেন যখন ছাড়ে তখন দু'পাশের মানুষ নারকোল ফাটিয়ে গর্জমান যন্ত্র দানবকে সভয়ে প্রণতি জানায়। এ এক নতুন বাস্তব, এবং প্রচণ্ড তার শক্তি, ভয় পাও, মেনে নাও। এ সময়ে বহুদূরে দাঁড়িয়েছিল কোরকুরা, পাথর যেন, নিশ্চল। অনস্তিত্ব সেগুন ওদের অস্তিত্বে ঢুকে যায়। সে জন্যই মৃত কোরকুর নিষ্প্রাণ অক্ষিগোলকে পুষ্পিত, সপত্র সেগুন গাছ দেখা যায়। কোরকুরা মিথ, কোরকুরা নীরবে জীবনের দখল ছেড়ে দিতে শুরু করে।" "সেগুন গেল, তো কোরকুও গেল, কেননা রেওরি ঘাসের সমুদ্রও শুকিয়ে গেল।...ওই ঘাসের বীজ, বনজ কন্দ, ফল, হরিণ, পাখি, খরগোশ, গোসাপ ইত্যাদি খাদ্যে ওরা অভ্যস্ত।"...তারপর থেকে "সরকার প্রেরিত চাল, বা গম, বা জোয়ার ওরা নতে চায় না জেনে খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দীপক মহাদেব আসতে আগ্রহী হয়...।" কিন্তু, কোরকুরা খাবে না। "কোরকু যুবক-যুবতীরা এখন ষোলো থেকে কুড়ি বছরের বেশি বাঁচে না। মৃত্যু কাছে, বুঝলেই তারা এই ঘরের আশপাশে শুয়ে থাকে।" "এই মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় না। মৃত্যুর প্রক্রিয়া চলে কয়েক প্রজন্ম ধরে। শরীরের পুষ্টি এরা যে খাদ্য থেকে আহরণ করতে অভ্যস্ত, দেহটি হয়ে যেত তার ওপরেই নির্ভরশীল। মন, বা মস্তিষ্কও তা মেনে নিত নিঃশর্তে। এর সঙ্গে সঙ্গে আছে ওদের বিশ্বাস, ...যা আদিবাসী সত্তার নিজস্ব। ওই সংরক্ষিত এলাকার বিজ্ঞান ইত্যাদি, আমাদের ব্যাখ্যা বা বিশ্বাস ঢোকানো যায় না। এখন নয়, বিগত পাঁচ দশক ধরেই ওরা মরছে, অথবা দশ দশক... লিখিত রেকর্ড না থাকায় বলা কঠিন। (গল্পের চতুর্থ অধ্যায়) এরপর সুভদ্রা ও চিন্তামণি নারায়ণ নামক যোশী দম্পতির নেতৃত্বে শুরু হয় মাহাদু"র ওপর পরীক্ষা। "মাহাদুর বয়স ষোলো। কিন্তু, তার দৈর্ঘ্য দশ বছরের বালকের মতো...। এই দুই পুষ্টি বিশেষজ্ঞের সেন্টারেই পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে ওঁরা প্রমাণ করবেন, ওদের দরকার সুষম, পুষ্টিকর খাদ্য, যা ওর শরীর নিতে পারবে। অভ্যস্ত পরিবেশ নয়, তাতেই সুবিধা হবে।... প্রথমাবস্থায় ড্রিপ দেওয়া হতে থাকে। মাহাদুর শরীর সে ড্রিপ নিতে থাকে... তারপর সে গ্লুকোজ ও স্যালাইন সুষতে থাকে। ক্রমে নিউট্রিয়েন্ট সংবলিত ইংজেকশন দেওয়া হয়। ক্রমশ তার দেহ আকারে বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে আগত ডাক্তার মাথাই হেসে বলেন, "এক কালে নাকি সকল মানুষই অতিকায় ছিল। তারপর সাইজ করা গেছে। তোমাদের মাহাদু তো প্রাগৈতিহাসিক, ম্যান মেড মিথ। দিব্যি নিউট্রিশান নিচ্ছে। হয়তো খাবেও মুখ দিয়ে। ধরো দৈত্যকারও তো হয়ে যেতে পারে।..." মাথাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। মাহাদুর অনুভূমিক পা দুটি কাচের দেয়াল "ভেঙে ঢুকে পড়ে এবং মাথাই ও উর্মিলা সহ দেয়াল ভেঙে বাইরে চলে যায়। মাহাদু উঠে বসে" এবং সমগ্র সেন্টারটি ধসে পড়ে...।" এখন মাহাদু তার বিশাল ও ক্রম উচ্চায়মান দেহ নিয়ে মুম্বই-বোম্বাই-বম্বে, গ্রেটার বম্বে, ইত্যাদির উপর পা ফাঁক করে দাঁড়ায়।... কী করতে পারে সে? তার ক্ষুধা তো দেড়শো শতাব্দীর পুরনো?" ধীরে ধীরে সে পুরো মুম্বই শহর এবং আরব সাগর গলাধঃকরণ করতে থাকে। "তারপর হাঁটতে শুরু করে। মাহাদু নয়, কোনও কোরকুই আর ম্যান মেড মিথ থাকবে না।... ওর দুই চোখে জীবন্ত সেগুন গাছ, পাতা ও ফুল।" প্রথম গল্পের মেরি এবং দ্বিতীয় গল্পের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনরূপী মাহাদু আধুনিক সভ্যতার হাতেই সৃষ্ট যার হাতেই আধুনিক সভ্যতার ওপর চরম আঘাত মহাশ্বেতা দেবী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেরি আধুনিক সভ্যতারূপী ডিক্সনের ঔরসজাত এবং তার হাতেই আধুনিক সভ্যতার বর্বররূপী তহশীলদারের নিধন যেন এক প্রতীকি প্রতিবাদ যার পরিণাম একমাত্র উপজাতি নিপীড়নের কারণগুলির ধ্বংস। দ্বিতীয় গল্পের ঘটনাপ্রবাহের পরিণতিও একই বৈশিষ্ট্য পুষ্ট। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

জীবনানন্দের পাশাপাশি নিজেও আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছিল 'ঘাতক' সেই ট্রাম

"আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।" লিখেছিলেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। হাসপাতালে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকা মানুষটা তাঁর হাত ধরেই একটা কমলালেবু খেতে চেয়েছিলেন। আটদিন অপেক্ষার পর অবশেষে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যু। ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪; বাংলায় ৫ কার্তিক। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের বাইরে তখন লুটোপুটি খাচ্ছিল চাঁদ। বাতাসে হিমের সঙ্গে ছাতিমের গন্ধ। অনতিদূরে, ময়দানে কার্তিকের জ্যোৎস্নায় মহীনের ঘোড়াগুলি হয়তো ঘাস খাচ্ছিল সেদিনও। আর, জীবনানন্দের নিথর শরীরটা দেখে এই মৃত্যুকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলে মানতে পারছিলেন না সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ভেবেছিলেন, অসুখী মানুষটা এভাবেই চলে গেলেন মুক্তি নিয়ে। হয়তো ভেবেছিলেন, কী করে এতখানি মিলে যেতে পারে সবটা!

মিলে তো গিয়েছিলই। নিজের কবিতার সঙ্গেই শেষযাত্রায় মিলে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। 'ফুটপাথ' কবিতাটা মনে পড়ে? "ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি: এখন গভীর রাত/ কবেকার কোনসে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায়/ 'তুমি যেন রড ভাঙা ট্রাম এক ডিপো নাই, মজুরির প্রয়োজন নাই/ কখন এমন হয়ে হায়!/ আকাশে নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে/ কবেকার কোনসে জীবন ডুবে যায়।" হয়তো এভাবেই মিলে যায় সব। অনন্তের ইতিহাসে এমন সমাপতন কত ঘটে। তবু সঞ্জয় ভট্টাচার্যর কথাটা কাঁটার মতো বেঁধে, খচখচ করে।

১৪ অক্টোবর সকালে রাসবিহারী এভিনিউর কাছে রাস্তা পেরনোর সময় ডাউন বালিগঞ্জ ট্রাম এসে ধাক্কা দিল। অবিরাম ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন চালক, চেঁচিয়ে সাবধান করারও চেষ্টা করেছিলেন। অথচ জীবনানন্দ কিছুই শুনতে পাননি। অতলান্তিক এক ঘোর তাঁকে ঘিরে ছিল। ব্রেক কষেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারেননি ট্রাম-চালক। কে যে কাকে ধাক্কা দিয়েছিল সেদিন! জীবনানন্দের 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-তে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রাতের কলকাতায় বিছোনো ট্রামলাইনকে দেখে শশীর মনে হয়েছিল 'বিরাট হাঙর'। সেই হাঙরের মুখের ওপরেই লুটিয়ে পড়েছিল জীবনানন্দের রক্তাক্ত, অচৈতন্য দেহটা। অপরিচিতরা তাঁকে নিয়ে যান হাসপাতালে। তারপর, আটদিন লড়াইয়ের শেষে জীবন ডুবে গেল। জীবনানন্দের শববহনে কাঁধ দিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরের দিন কবির বাড়িতে উপচে পড়েছিল বিখ্যাত সাহিত্যিকদের ভিড়। আর এইসব শব্দানুসারী শোকের পাশাপাশি জীবনানন্দের শেষযাত্রার সাক্ষী অরবিন্দ গুহ দেখতে পেয়েছিলেন, "যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস আশ্চর্য, শানবাঁধা কলকাতায় জীবনানন্দের জীবনের চরম দুর্ঘটনা এমন জায়গাতেই ঘটল যেখানে ঘাস, ঘাস যে ঘাসের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়, প্রবল।" আর সেই অভিশপ্ত ট্রাম? একদিন আগুন লাগল তার গায়ে। কবির ঘাতক নিজেও পুড়ে শেষ হল দুর্ঘটনাতেই। এ কি নিয়তি? নাকি এক অসম্ভব আত্মহত্যা? কবিরা তো অসম্ভবেরই রাজা। হয়তো এই পংক্তিটাও আমাদের অজান্তেই সাজিয়ে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ, লুকিয়ে রেখেছিলেন। যেভাবে ট্রাঙ্কে লুকোনো ছিল তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপিরা।

ছাতার শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা

বর্ষা মানেই ছাতা। অথচ, ছাতার আবিষ্কার কিন্তু একেবারেই বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তৈরি হয়নি। বরং, ছাতা তৈরি হয়েছে রোদ থেকে বাঁচার জন্যেই। আমব্রেলা শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'আমব্রা' শব্দ থেকে। এই 'আমব্রা' শব্দের অর্থ হল ছায়া। সূর্য থেকে রক্ষা পেতে কৃত্রিম ছায়ার জন্যেই ছাতা বা আমব্রেলার আবিষ্কার। ছাতার আবিষ্কার হয়েছে চিন দেশে, সেটাও প্রায় তিন হাজার বছর আগে। চিনারা আবিষ্কার করার পর, ছাতার ব্যবহার শুরু করেন কোরিয়ানরা। তারপর এশিয়ার আরও কিছু দেশ। এরপরেই ছাতা পাড়ি দেয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। রোমানদের কাছে খুব তাড়াতাড়িই প্রিয় হয়ে উঠেছিল ছাতা। এমনকি ইউরোপের নবজাগরণের সময়েও ছাতার ব্যবহারের কথা জানা যায়।

ছাতা আবিষ্কারের পর তা শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যেই প্রচলন ছিল। পুরুষ কিন্তু ছাতা ব্যবহার করা শুরু করেছে অনেক পরে। আর মেয়েদের ব্যবহারের জিনিস হলেও, সব মেয়েরা শুরুর দিকে ছাতার ব্যবহার করতে পারত না। শুধুমাত্র সমাজের সম্ভ্রান্ত এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী পরিবারের মহিলারাই ছাতার ব্যবহার করতেন। ছাতা ছিল সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তির প্রতীক। চিনের প্রাচীন শহর সংজিয়াতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ছাতা প্রস্তুতকারক সংস্থা আছে। যার জন্য এই শহরকে 'পৃথিবীর ছাতা' বলা হয়। কর্মীরা গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৪০টি ছাতা তৈরি করেন। যেহেতু ছাতা ছিল মেয়েদের ব্যবহারের জিনিস, তাই ছেলেদের এটা ব্যবহার করা হত না। পুরুষদের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রথম ছাতা ব্যবহার করেন ইংরেজ জোনাস হানওয়ে। শোনা যায় তিনি একবার অবিভক্ত বাংলায় এসেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তুমুল গরমে তাঁর সঙ্গী ছিল ওই ছাতা। তারপর থেকেই পুরুষরা ছাতা ব্যবহার করা শুরু করলেন, বিদেশে ও এদেশে। ছাতা শুধু রোদ থেকে বাঁচার জিনিস রইল না। হয়ে গেল আত্মরক্ষার অন্যতম অস্ত্র। বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট জিওর্জি মারকোভ নিজের নিরাপত্তার জন্য ছাতার মধ্যে সরু তরোয়াল লুকিয়ে রাখতেন।

আমাদের বাংলায় ছাতা এসেছে এই ইংরেজদের হাত ধরেই। এখন তো বিভিন্ন ধরনের ছাতা আবিষ্কার হয়েছে। বদলেছে তার চেহারা। বাংলায় ছাতা ব্যবহারের মাত্রাও পৌঁছে গেছে বিভিন্ন স্তরে। গ্রাম বাংলায় চাষিরা মাথায় টোকা পরে থাকেন। মূলত রোদ ও বৃষ্টি উভয়ের থেকেই রক্ষা পেতে। ছাতার কালো রং প্রায় বদলে রামধনু আকার ধারণ করেছে। তবে একটি প্রাসঙ্গিক কথা হল, যে ছাতা আবিষ্কার হয়েছিল নিজেদের রোদ থেকে বাঁচার জন্য, সেই ছাতার ব্যবহার এখন রোদে অনেকটা কমে গেছে। অনেক বাড়িতেই ছাতা বের হয় বর্ষাকালের দুই-তিনমাস। বাঙালির ইতিহাস এভাবেই পাল্টে যায়। তার চেহারা যুগ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনতুনভাবে সেজে ওঠে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃদ্ধি ২৩.২ শতাংশ

মালিগাঁও, ১০ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কাছে সময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছে। সেজন্যই পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিকাশ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-এর জুলাই মাসে বিভিন্ন পণ্যের ০.৯১৩ মিলিয়ন টন লোডিং পঞ্জীয়ন করা হয়েছে। যার ফলে বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ঘটেছে ২৩.২ শতাংশ।

২০২৪-এর জুলাই মাসে কিছু সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ওই মাসে, খাদ্য শস্যের লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩০.৫ শতাংশ, সিমেন্ট লোডিঙের ক্ষেত্রে ৬৬৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় পিওএল লোডিঙের ক্ষেত্রে ২৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কনটেনার লোডিং ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কাঠ ও ব্যালাস্টের মতো বিভিন্ন সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬০০ এবং ২৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

অবশেষে, বছরের পর বছর ধরে পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়াটা অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে। পণ্য লোডিঙে অগ্রগতির ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব সৃষ্টি হয়েছে।

ছাত্রদের চাপ, পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : আজ শনিবার পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টেরপ্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। আবারও নতুন করে ছাত্রদের আন্দোলন জেগে ওঠায় প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। ছাত্রদের দাবি, বিচারপতিদের পদত্যাগ। হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সংগঠিত আন্দোলনের জেরে প্রথমে আজ সন্ধ্যায় বিচারপতি পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এর আগেই তিনি পদত্যাগ করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি সহ আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান আজ সন্ধ্যার মধ্যে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগের বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি ।আজ শনিবার বেলা ১-টা ৫ মিনিটে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি পদত্যাগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সন্ধ্যার মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবো।'

এর আগে সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্যদের পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘেরাওয়ের ঘোষণা করেছিলেন। পরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হতে থাকেন। এখানে তাঁরা প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের স্লোগান, 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্র সমাজ জেগেছে', 'দফা এক দাবি এক, বিচারপতির পদত্যাগ', 'শেখ হাসিনার দালালি, চলবে না চলবে না।'এ সময় সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সহ আপিল বিভাগের বিচারপতিরা বেলা একটার মধ্যে পদত্যাগ না করলে তাঁদের পরিণতি হবে শেখ হাসিনার মতো। আমরা প্রধান বিচারপতি সহ দলবাজ বিচারপতিদের বাসভবন ঘেরাও করে পদত্যাগে বাধ্য করব। দলবাজ বিচারপতিদের সরিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের মূল উৎপাটন করা হবে।'হাসনাত বলেন, 'ছাত্র-জনতার যে গণবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে সেটাকে বিতর্কিত করার নানা প্রচেষ্টা চলছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ক্যু করার প্রচেষ্টা দেখেছি। মিলিটারি ক্যু, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যু এবং আজ জুডিশিয়ারি ক্যু করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আমরা প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ চেয়ে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছিলাম, সেই বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে এক ধরনের ডিজিটাল ক্যু করার চেষ্টা করেছেন। ছাত্র-জনতা এই প্রচেষ্টাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করবে এবং নস্যাৎ করে দেবে।'বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনারা রাজপথ দখল করুন। আপনাদের পার্শবর্তী জেলা কোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট ঘেরাও করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিরা পদত্যাগ না করছেন, জুডিশিয়ারি ক্যু করার ষড়যন্ত্র থেকে যতক্ষণ না তারা সরে আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র-জনতা রাজপথে থাকবে।'এদিকে সকালে সব বিচারপতির অংশগ্রহণে প্রধান বিচারপতির ডাকা সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

জানা গেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে আদালত পরিচালনা করা যায় এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সকাল সাড়ে ১০টায় ফুলকোর্ট সভা ডেকেছিলেন প্রধান বিচারপতি ।শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, এভাবে আজ ফুলকোর্ট সভা ডাকা একটি ষড়যন্ত্র ছিল। এর আগে বিচারপতিকে ফ্যাসিবাদের দোসর আখ্যায়িত করে তাঁর পদত্যাগ এবং ফুলকোর্ট সভা বন্ধের দাবিতে আল্টিমেটাম দেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ ।এদিকে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'আপনারা শান্ত থাকুন। আপনারা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থান করলেও কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু আপনাদের দ্বারা হাইকোর্টের যেন কোনও ক্ষতি সাধিত না হয়।'

অধিকাংশ ব্যাঙ্কের এটিএম বন্ধ, বাংলাদেশে সমস্যায় আমজনতা

ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি.স.): এখনও বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশের বেশির ভাগ ব্যাঙ্কের এটিএম। এমন অবস্থায় নগদ অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের। জানা গিয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে বেশির ভাগ এটিএমে টাকা সরবরাহ করা হচ্ছে না। পাশাপাশি, বেশ কিছু ব্যাঙ্কের শাখাও এখনও খোলেনি। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরলেও, অনেকেই এখনও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার, শুক্র ও শনিবার ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকার বিভিন্ন এটিএম বন্ধ ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়েছে। থানাগুলিও ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের নগদ টাকার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতাকে চপেটাঘাত, শাস্তি পুলিশ অফিসারের

মুর্শিদাবাদ, ১০ আগস্ট (হি.স.) : তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি আশিফ আহমেদকে এক পুলিশ অফিসারের চপেটাঘাতের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে। শুক্রবার রাত পৌনে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুর নেতাজি মোড়ে। যদিও ওই পুলিশ অফিসারের বক্তব্য, যুব সভাপতি তাঁর কলার ধরে টানেন আগে। তার পরই থাপ্পড় মারা হয়েছে।

পরে থানা থেকে ওসি নির্মল দাসের নেতৃত্বে ব্যাপক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। যুব সভাপতি জানান, "পুরো বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবকে জানানো হয়েছে।" শনিবার সকালে ওই এএসআই বিপ্লব মণ্ডলকে জেলা পুলিশ লাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়।

ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে নেতাজি মোড়ের কাছে শেখপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি আশিফ আহমেদ। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফল কিনছিলেন।

সেই সময় ওই ট্রাফিক মোড়ে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার গাড়িটা সরিয়ে নিতে বলেন। কিন্তু চালক আসেননি বলে গাড়ি সরানো সম্ভব নয় বলে জানান যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি আসিফ আহমেদ। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে।

পুলিশ অফিসারের বক্তব্য, ওই সময় যুব সভাপতি তাঁর শার্টের কলার ধরেন। জানা গিয়েছে, পালটা পুলিশ আধিকারিক আবার তৃণমূল নেতাকে চড় মারেন বলেই অভিযোগ।

যদিও পুলিশ আধিকারিকের শার্টের কলার ধরার কথা অস্বীকার করেন জেলা যুব সভাপতি। তিনি জানান, "চড় মারলেন কেন প্রশ্ন করায় ওই অফিসার ফের সপাটে থাপ্পড় মারে গালে।"

এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে। খবর পেয়ে ওসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছয়। তিনি পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু রাতেই যুব তৃণমূলের সভাপতি পুরো বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপারের নজরে আনেন।

কিছু দিন পরই স্বাধীনতা দিবস, প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): আর মাত্র কিছু দিন পরই স্বাধীনতা দিবস। দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লি পুলিশও স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। লালকেল্লার আশেপাশে এলাকায় সিসিটিভি বসানো শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করছে দিল্লি পুলিশ ।ডিসিপি (উত্তর) মনোজ কুমার মীনা বলেছেন, 'প্রতি বছর ১৫ আগস্ট দিল্লি পুলিশ কড়া ব্যবস্থা করে, এবারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে...প্রায় ২২ হাজার মানুষ অনুষ্ঠান দেখতে আসেন, তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পারেন। লালকেল্লার চারপাশে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে।'

এবার অন্তত মেয়েটার দোষ দেবেন না", আর্জি অভিনেত্রী স্বস্তিকার

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): আরজিকর কাণ্ডে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারি হাসপাতালে যদি একটা মহিলা চিকিৎসকের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে পথেঘাটে নিত্যদিন চলা মেয়েরা কতটা নিরাপদ? সেই সুরেই সুর মেলালেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। বললেন, "এবার অন্তত মেয়েটার দোষ দেবেন না"।অভিনেত্রীর মন্তব্য, "নিন্দে করার মতো ভাষা নেই। এই দোষীদের অন্তত সাজা হোক। এইবার আর মেয়েটার দোষ, সে ভুলভাবে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল, বলে তার দিকে আঙুল তুলব না।" স্বস্তিকার প্রশ্ন, "একটা হাসপাতালেও মেয়েরা নিরাপদ নয়? যাব কোথায়?"স্বস্তিকার মন্তব্য মনে করিয়ে দেয় ২০১২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির এক ঘটনা। পার্ক স্ট্রিটের এক পানশালায় সুজেটের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল কাদের আর তার বন্ধুরা। ফেরার সময় বিশ্বাস করে তাদের গাড়িতে উঠেছিলেন সুজেট। অভিযোগ চলন্ত গাড়িতেই তাঁকে ধর্ষণ করে কাদের। বাকিরা মদত জোগায়। রবীন্দ্র সদনের কাছে সুজেটকে গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় তারা। মুখ্যমন্ত্রী এ ঘটনায় এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তুলকালাম কাণ্ড হয় সে সব নিয়ে। কিন্তু অবগুণ্ঠন থেকে বার হয়ে স্ব-নামে, স্ব-মূর্তিতে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলে দিতেন, আমিই সুজেট। পার্ক স্ট্রিটে গণধর্ষিতা। সাহস আর প্রতিবাদের মুখ সেই সুজেট ২০১৫ সালে তাঁর লড়াই অসম্পূর্ণ রেখেই প্রয়াত হন মাত্র ৪২ বছর বয়সে। সুজেট খবরে এসেছিলেন ধর্ষিতা হিসেবে। সুজেট পৃথিবী ছাড়লেন প্রতিবাদের মুখ হয়ে।সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে স্বস্তিকা অভিনীত বিজয়া। যে সিরিজ যাদবপুরের ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার অবলম্বনে তৈরি। একটা মায়ের কোল যেভাবে খালি হয়ে গেল, সেই প্রশ্ন তুলেই বুকে যন্ত্রণা চেপে সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই প্রতিবাদে নেমেছেন। স্বস্তিকাকে ওই সিরিজে মায়ের ভূমিকাতেই দেখা গিয়েছিল। হাজার হলেও তিনিও মা। তাই আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদে তিনিও শামিল হয়েছেন।

জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্যোগ, পুলওয়ামায় হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন

পুলওয়ামা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : দেশপ্রেমের চেতনা নিয়ে ৯ আগস্ট থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে 'হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান'। এই অভিযান চলবে আগামী ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত। 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্যোগে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। পুলওয়ামার এসএসপি পি ডি নিত্যা বলেছেন, 'আমরা তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করেছি, যা "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানের অঙ্গ। আমরা চেয়েছিলাম স্কুলের বাচ্চা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করুক।' পুলওয়ামার ডেপুটি কমিশনার বাশারত কাইয়ুম বলেছেন, 'ভারত সরকারের এই "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযান সারা দেশে চলছে। আমি খুশি যে আমরা এখানে তা শুরু করেছি। পুলওয়ামার প্রতিটি এলাকা থেকে মানুষ এসেছেন।'

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ১০ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): শনিবার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের ১০ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে আছে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ, মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কন্ট্রাক্ট কর্মী নিয়োগ, কন্ট্রাক্ট কর্মীদের প্রাপ্য বেতন না দেওয়া, অন্যায়ভাবে ছাঁটাইয়ের বন্ধ, সমকাজে সমবেতন, বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম বেতন সংশোধন, কন্ট্রাক্ট কর্মীদের নিয়মিতকরণ প্রভৃতি।

শিয়ালদা ইস্ট লাইব্রেরী হলে এই সভায় প্রাকৃতিক দুর‍্যোগের কারনে দূরের জেলার কর্মীরা আসতে না পারলেও দেড় শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড বঙ্কিম চন্দ্র বেরা।

প্রধান বক্তা সংগঠনের সভাপতি কমরেড জগন্নাথ রায়মন্ডল ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে বর্তমান সংকটময় সময়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

সভা থেকে কমরেড জগন্নাথ রায়মন্ডল কে সভাপতি ও কমরেড গৌরীশঙ্কর দাস কে সম্পাদক করে ৫১ জনের একটি রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত সম্পাদক আগামী দিনে আরো শক্তিশালী ব্যাঙ্ক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জগন্নাথ এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবিতে দাঁতনে রেল অবরোধ, দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

দাঁতন, ১০ আগস্ট (হি.স.): জগন্নাথ এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি তুলে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে রেল অবরোধ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, দাঁতন ভট্টর কলেজের পড়ুয়া-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। অবরোধকে ঘিরে যাতে পরিস্থিতি অশান্ত না হয়, তাই এলাকায় মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এই অবরোধ কর্মসূচি চলে বলে জানা গিয়েছে। অবরোধে আটকে পড়ে ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেন। রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন বহু রেলযাত্রী।

আরজি কর-কাণ্ডে সরব বুদ্ধিজীবীদের একাংশ

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনাতেও সরব বিদগ্ধজনদের একাংশ। তাঁদের প্রতিবাদ সমাজমাধ্যমে আছড়ে পড়েছে। তালিকায় পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী, অভিনেত্রী রূদপাঞ্জনা মিত্র, চিকিৎসক-অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ প্রমুখ।

'বিচার চাই' কথাটি জ্বলজ্বল করছে প্রত্যেকের সমাজমাধ্যমে। সৃজিত লিখেছেন, "আমার শহর কুণ্ঠিত বড়, ক্ষমা করো তুমি মেয়ে; পুরুষ বলেই গাইছি এ গান, শুধু মার্জনা চেয়ে..."।প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী রূদপাঞ্জনাও। অভিনেত্রীর বার্তা, "আমরা আগেই হার মেনে নিই বলেই আমাদের লড়াই ছোট করে দেখা হয়! এখনই হার মানার সময় এসে গিয়েছে কি? বিচার চাই! মানে, এ বার বিচার চাই। অপরাধীদের কঠিন শাস্তি চাই, যা নজির হয়ে থাকবে।"

চলচ্চিত্র পরিচালক অনিন্দিতা সদ্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই সময় চিকিৎসকদের সঠিক তৎপরতায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর বার্তা, "চিকিৎসকেরা যদি আপনাদের অসময়ের ভরসা হন, আপনারাও চিকিৎসকদের অসময়ের ভরসা।" তিনি এক চিকিৎসকের পোস্ট ভাগ করে নিয়ে লিখেছেন, "একটা শরীরকে ভোগ করে মেরে ফেলার এই যে পৈশাচিক আনন্দ, এটা শেষ হতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই! কঠিন শাস্তি!"চিকিৎসক-অভিনেতা কিঞ্জলও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তিনি ভয় পাচ্ছেন স্ত্রীকে নিয়ে। আরও ভয় পাচ্ছেন, সদ্যোজাত মেয়েকে নিয়ে। বলেন, "আমার মেয়েও তো বড় হবে। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।" তা হলে কি মেয়েরা এই শহরে নিরাপদ নন? জবাবে কিঞ্জল বলেছেন, "মেয়েরা তো নিরাপদ নন-ই। এই ঘটনার পরে মনে হচ্ছে, কেউই আর শহরে নিরাপদে নেই।"

আর জি কর-কাণ্ডে কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা, কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে ভোগান্তিতে

আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। একাধিক মেডিক্যাল কলেজে শনিবার চলে কর্মবিরতি এবং প্রতিবাদ। আর জি কর হাসপাতালে অন ডিউটি মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের জেরে কলকাতার একাধিক হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দেয় জুনিয়র চিকিৎসকেরা। আর জি কর ছাড়াও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন এনআরএস, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, সাগরদত্ত হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তাঁদের দাবি, মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হবে ও এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

অন্যদিকে, কর্মবিরতির প্রভাব পড়েছে চিকিৎসা পরিষেবাতেও। একাধিক হাসপাতালে দেখা যায় লম্বা লাইন। দুর্ভোগের শিকার হন দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা। যদিও সব হাসপাতালেই এমার্জেন্সি পরিষেবা চালু ছিল।

আন্দোলনে নামে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকেরা। হাসপাতালের বহির্বিভাগে তালা ঝুলিয়ে চলে বিক্ষোভ।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরব হন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকেরা।

ভারত বিশ্বাস করে সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার : রাষ্ট্রপতি মুর্মু

দিলি, ১০ আগস্ট (হি.স.): ভারত বিশ্বাস করে সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার। ভারত "বসুধৈব কুটুম্বকম"-এ বিশ্বাস করে। শনিবার তিমুর-লেস্তের রাষ্ট্রপতি হোসে রামোস-হোর্তার সঙ্গে কথা বলার সময় এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, ভারতবাসী খুবই স্নেহময় এবং অন্যান্য দেশের মানুষও তাঁদের ভালোবাসে কারণ তাঁরা পরিশ্রমী, স্নেহশীল, নম্র এবং বিশ্বস্ত।'রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, 'হাম দুনিয়া কো আপনানা চাহতে, দুনিয়া হাম লোগো কো আপনতি হ্যায়"... ভারতীয় প্রবাসীরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করছেন, তা সেটা ব্যবসা, শিক্ষা অথবা রাজনীতি হোক না কেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা শিখিয়েছেন কীভাবে মানুষের সাথে আলাপ করতে হয়, কীভাবে বাঁচতে হয় এবং কীভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯.৬৬ ডলার, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে এই ব্যবসায়িক সপ্তাহের শেষ দিনে ০.৫০ ডলার বা ০.৬৩ শতাংশ বেড়ে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯.৬৬ ডলারে পৌঁছেছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.৬৫ ডলার বা ০.৮৫ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৭৬.৮৪ মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল।

বাংলাদেশের নিম্ন আদালতগুলির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশেরপ্রধান বিচারপতি-সহ সাত জন বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে শনিবার অবস্থান-বিক্ষোভচলছে হাই কোর্ট ভবনের সামনে। তবে নিম্ন আদালতগুলির সামনে যাতে কোনও আন্দোলনকারীকে অবস্থান না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।বাংলাদেশের নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া সমাজমাধ্যমে এই অবস্থান নিয়ে পোস্ট করেছেন। উল্লেখ্য, আসিফ ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক। সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে জেলা আদালতগুলির কোনও যোগ নেই বলেও জানিয়েছেন সজীব। নিম্ন আদালতগুলির সামনে যাতে কোনও আন্দোলনকারী অবস্থান না করেন, সেই বার্তাও দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা সজীব ভুঁইয়া।

খড়িবাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

খড়িবাড়ি, ১০ আগস্ট (হি. স.) : গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ ।খড়িবাড়ির প্রসাদুজোতে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম জগদীশ বর্মন (৭২) ।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন বৃদ্ধ ।শুক্রবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোতে যান ।এরপর শনিবার সকালে ঘরের ভেতরে বৃদ্ধকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান মৃতের স্ত্রী ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ।পরিবারের সদস্যরা জানান, মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যা করতে পারেন তিনি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

শনিবার ভিনেশের রুপোর দাবির রায় জানাবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.): নানা বিতর্কের মধ্যে রুপোর দাবি নিয়ে কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাট আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে অভিযোগ করেছিলেন। সেই মামলায় কখন রায় ঘোষণা হবে তা জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত ।আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রথমে বলা হয়েছিল শুনানি শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রায় ঘোষণা হবে। কিন্তু রায় ঘোষণার সময় বাড়ানো হয়েছে। তবে প্যারিসের স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা ৬টা, অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার মধ্যে রায় ঘোষণা করতে হবে আন্তর্জাতিক আদালতকে ।উল্লেখ্য, শুক্রবার তিন ঘণ্টা ধরে ভিনেশের মামলা শুনেছেন অ্যানাবেল বেনেট। সেখানে ভিনেশের হয়ে লড়ছেন ফ্রান্সের চার জন আইনজীবী। তাছাড়া ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার হয়ে হরিশ সালভে ও বিদুষ্পত সিঙ্ঘানিয়া ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন শুনানিতে।

ব্যাঙ্কগুলিই ডিপোজিট ও ইন্টারেস্ট রেট ঠিক করে, জানিয়ে দিলেন আরবিআই গভর্নর

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : ব্যাঙ্কগুলিই ডিপোজিট রেট ও ইন্টারেস্ট রেট ঠিক করে। জানিয়ে দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তিনি বলেছেন, ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের আমানতের হার ঠিক করে এবং তাঁরা নিজেদের সুদের হার ঠিক করে। পরিস্থিতির অবস্থান ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে পরিবর্তিত হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের প্রকৃত সুদের হার খুব বেশি অস্থির ছিল না, মোটামুটি স্থিতিশীল ।'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, ব্যাঙ্কগুলিকে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নে ইতিবাচকভাবে কাজ করতে হবে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস শনিবার দিল্লিতে আরবিআই-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশক মণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই আরবিআই গভর্নর এই মন্তব্য করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষায় আগাছার বাড়বাড়ন্তে ক্ষতি হতে পারে বাগানের

বর্ষার জল পেলেই হু-হু করে বেড়ে উঠতে থাকে আগাছা। বাগানে চলাফেরার অসুবিধার জন্য শুধু নয়, গাছের জন্যও ক্ষতিকর অবাঞ্ছিত গাছপালা। আগাছা, সযত্নে বড় করা গাছের জায়গা ও পুষ্টিতে ভাগ বসায়। ফলে শখের গাছের বাড়বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয়। কোনও কোনও আগাছা আবার মানুষের জন্যও ক্ষতিকরও। তাই, কোন কোন গাছ দেখলেই উপড়ে ফেলা দরকার?

পার্থেনিয়াম- সামান্য জল, মাটি পেলেই বেড়ে ওঠে পার্থেনিয়াম। সাদা ফুল হয় গাছটিতে। রেললাইনের ধারে, রাস্তার পাশে এই গাছ দেখা যায়। এই গাছটি শুধু সাজানো বাগানের জন্য ক্ষতিকর নয়, মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। এই গাছ ও ফুল থেকে হাঁপানি সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাজমা প্ল্যান্ট- খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে বাগান ভরিয়ে ফেলে অ্যাজমা প্ল্যান্ট। এই গাছ থেকে হাঁপানির ওষুধও তৈরি হয়। তবে বাগানে এক বার এই গাছ হলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অন্য গাছের পুষ্টিতে, আলো, হাওয়ায় ভাগ বসায়। ফলে এই গাছটি দেখা গেলেও দ্রুত কেটে ফেলা প্রয়োজন। শিয়ালকাঁটা- কাঁটাসহ গাছটিতে সুন্দর ফুল হয়। তবে বাগানের এক কোণে এক বার জন্মালে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগাছা হিসাবে পরিচিত শিয়ালকাঁটা। শোনা যায় সুদূর মেক্সিকোতে এর জন্ম। ক্ষেত, বাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড়ে বেড়ে ওঠে আগাছা। কী ভাবে আগাছা নির্মূল করবেন? উপড়ে ফেললে বা কেটে দিলেও ফের আগাছা জন্ম নেয়। আগাছা সরাতে কেটে ফেলার পর জায়গাটি খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। মাটিতে রোদ না পড়লে চট করে গাছ গজাবে না।

কুস্তিগিরকে নিয়ে কী মত তিন অভিনেত্রীর?

মাত্র ১০০ গ্রাম! সামান্য ওজন বেশি হওয়ার জন্য বুধবার প্যারিস অলিম্পিক্সে কুস্তির ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন বিনেশ ফোগাট। সেই সঙ্গে তারকা কুস্তিগিরকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর মেডেলের স্বপ্নও যেন অধরা রয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কারণ দেশবাসী বিনেশকে জয়ী হিসেবেই দেখছে। সোনা বা রুপো নয়, বিনেশ যে ভালবাসার পদকে ভারতীয়দের মন জয় করে নিয়েছে সে কথাই সকাল থেকে সমাজমাধ্যমে বার বার উঠে এসেছে।

বিনেশের ঘটনায় হতাশার আবহ টলিপাড়ায়। অনেকেই বিষয়টিতে মর্মাহত। সমাজমাধ্যমে অনেকেই দেশের কুস্তিগিরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে একই সঙ্গে অলিম্পিক্সের নিয়ম সম্পর্কেও তাঁরা শ্রদ্ধাশীল। অভিনেত্রী বিদীপ্তা চক্রবর্তী বললেন, বুঝতে পারছি না। কিছু দিন আগে দিল্লিতে উনি কুস্তিগিরদের আন্দোলনের মুখ ছিলেন। তাই "ষড়যন্ত্র" তত্ত্বকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আশা করছি বিষয়টা নিয়ে আরও তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। বিদীপ্তার মন ভেঙে গিয়েছে। তবে অভিনেত্রী মনে করেন, বিনেশ দেশবাসীর ভালবাসায় জিতে গিয়েছেন। বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে উনি আবার সুযোগ পাবেন এবং নিশ্চয়ই নিজেকে প্রমাণ করবেন।"

মনখারাপ ঋতাভরী চক্রবর্তীরও। বিষয়টিকে তিনি দুর্ভাগ্য হিসেবেই দেখছেন। তবুও ঋতাভরী নিয়মকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। অভিনেত্রীর কথায়, "আমি নিজে বডি পজিটিভিটিতে বিশ্বাসী। কিন্তু এটা তো অলিম্পিক্স। প্রতিযোগিতার নিয়ম তো সকলের জন্যই সমান।"

অভিনেত্রীরা নিয়মিত ডায়েট করেন। চরিত্রের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যেই তাঁদের ওজন বাড়াতে বা কমাতে হয়। ১০০ গ্রাম নয়, ঋতাভরী জানালেন, মহিলাদের ক্ষেত্রে ওজন বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় নির্ভর করে। তাঁর কথায়, "এক দিন কেউ একটু বেশি খাওয়াদাওয়া করলেই তো পরের দিন তার ওজন বেড়ে যায়। নেপথ্যে হরমোন বা পিরিয়ডস জনিত সমস্যাও থাকতে পারে। কখনও কখনও এক দিনে মহিলাদের ছ'শো গ্রাম পর্যন্ত ওজনও বেড়ে যেতে পারে।"

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, অলিম্পিক্সে বিনেশের লড়াই শেষ হলেও তিনি যে জয়ী, সে কথাই বিশ্বাস করেন ঋতাভরী। বললেন, "নিয়মের ঊর্ধ্বে তো কেউ নয়। আজকে ওঁর জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো ঝগড়া করতে পারতাম না। কিন্তু আমার কাছে বিনেশ জয়ী। গর্বিত হয়েই তিনি দেশে ফিরবেন।" অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্রও বিষয়টি নিয়ে অবগত। শুটিংয়ের ফাঁকে বললেন, "খবরটা পেয়েই মনখারাপ হয়ে গিয়েছে। কোনও সান্ত্বনাবাক্যই সেখানে যথেষ্ট নয়, কাম্যও নয়। আমি কোনও রকম "ষড়যন্ত্র" তত্ত্ব দিয়ে ওঁর পরিশ্রমকে আমি অশ্রদ্ধা করতে চাই না।" রূপাঞ্জনা মনে করেন, একজন ক্রীড়াবিদ অলিম্পিক্সের জন্য নিজেকে দীর্ঘ দিন ধরে তৈরি করেন। সেখানে শেষে এই ধরনের ঘটনা শুধু বিনেশের নয়, সারা দেশের মন ভেঙে দিয়েছে। বললেন, "৫৩ কেজি থেকে ৫০ কেজির গণ্ডিতে আসার জন্য উনি তো লাগাতার চেষ্টা করেছেন। সেটাকে আমাদের সম্মান করা উচিত।" বিনেশের জন্য মন ভাঙলেও অলিম্পিক্সের নিয়মাবলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে রূপাঞ্জনার। তিনি বলেন, "এক নম্বরের জন্যই তো কেউ পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হয়। কিন্তু আজ দেশবাসী যে ভাবে ওঁকে নিয়ে আলোচনা করছেন, তাতেই তো প্রমাণিত বিনেশ জিতে গিয়েছেন।"

"তুমি নাচের কিছুই বোঝো না", সলমনকে নাচ শেখাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন ফারহা

বলিউডের ভাইজান সলমন খান। প্রেক্ষাগৃহে তাঁর ছবি এলে হইহই করে অনুরাগীরা ভিড় করেন। পর্দায় তিনি নাচলে তা মুহূর্তে চলে আসে আলোচনার কেন্দ্রে। কিন্তু, এক সময় নাকি নাচ নিয়ে একেবারেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না সলমন। ভাইজানকে নাচাতে গিয়ে নাকি কালঘাম ছুটেছিল ফারহা খানের।

এক রিয়্যালিটি শোয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলেছিলেন পরিচালক ও কোরিয়োগ্রাফার।

কেরিয়ারের শুরুর দিকে সলমনকে নাচ শেখাতে নাকি হিমশিম খেয়েছিলেন তিনি। ফারহা বলেছিলেন, "প্রথম দিকের একটি ছবিতে সলমনকে নাচ শেখানোর কথা ছিল আমার। চার ঘণ্টা ধরে আমি চেষ্টা করেছিলাম। তার পরে আমি হাল ছেড়ে দিই। কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যাই।"

ফারহা নাকি সেই সময়ে মনে মনে ভেবেছিলেন, "কেউ তোমায় নাচ শেখাতে পারবে না। তুমি নাচের কিছুই জানো না।" কিন্তু তার পরে "ম্যায়নে পেয়ার কিয়া" ছবিতে সলমনকে নেওয়া হয়েছে, এই দেখে নাকি অঁতকে উঠেছিলেন ফারহা। বিশেষ করে সেই ছবিতে সলমনকে নাচতে দেখে নাকি আরও অবাক হয়েছিলেন তিনি। ফারহা বলেন, "আমি চমকে গিয়েছিলাম ওই ছবিতে নির্মাতারা সলমনকে নিয়েছেন শুনে। ছবিতে ওর অভিনয় দেখে আরও বেশি অবাক হই। সত্যিই ও অসাধারণ অভিনয় করেছিল।"

প্রথম দিকে সলমনকে নাচ শেখাতে ব্যর্থ হলেও পরে ভাইজানের নাচের কোরিয়োগ্রাফি করেছেন ফারহা। এর মধ্যে রয়েছে "মুন্নি বদনাম হুই"-এর মতো গান। এ ছাড়া, "জিনে কে হ্যায় চার দিন", "মুঝসে শাদি করোগি"-সহ বহু গান রয়েছে যেখানে ফারহার পরিচালনায় নেচেছেন সলমন। সব ক'টিই দারুন জনপ্রিয়।

বৈঠকি আড্ডা জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক

বর্ষার মরসুমে সন্ধ্যাবেলায় ভাজাভুজি খেতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল, সামনে পছন্দের খাবার আর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের সমাগম হলে আর কী চাই! তবে বাজারের তেলেভাজা কিন্তু একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। বাড়িতেই তাই বানিয়ে ফেলতে পারেন মনের মতো নাস্তা। আড্ডার আসর জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক।

রইল রেসিপি।

উপকরণ:

৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস (টুকরো করে কাটা)
আধ কাপ টক দই
২টি পেঁয়াজ ১ টেবিল চামচ আদা কুচি
৭-৮ কোয়া রসুন
৪-৫টি কাঁচা লঙ্কা
১ কাপ ধনেপাতা
১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো
১ চা চামচ আমচুর গুঁড়ো
৪ টেবিল চামচ মাখন
৩-৪ টুকরো কাঠকয়লা
২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল
স্বাদমতো নুন

প্রণালী:

পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন। একটি বড় বাটিতে প্রথমে ফেটানো টক দই দিন। তাতে বেটে রাখা মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর গুঁড়ো, নুন আর সর্ষের তেল মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তাতে মাংসের টুকরোগুলি ভাল করে মেখে ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। তার পর মাংসের টুকরোগুলি কবাব স্টিকে গেঁথে নিন। এ বার ফ্রায়িং প্যানে মাখন গরম করে কবাবগুলি হালকা হালকা করে ভেজে নিন। কবাবগুলি একটি বাটিতে রেখে অপর একটি বাটিতে কাঠকয়লা গরম করুন। বড় বাটির মধ্যে ছোট বাটিটা রেখে তার উপরে ঘি দিয়ে চাপা দিন। রান্না করা মাংসের টুকরোর সঙ্গে কাঠকয়লার বাটি এ ভাবে অন্তত আধ ঘণ্টা রাখুন। কাসুন্দি আর মেয়োনিজের মিশ্রণের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুর্শিদাবাদি চিকেন স্যাসলিক।

ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে কোন কোন নিয়ম মানতে হবে?

ডায়াবিটিস রোগের চিকিৎসায় ইনসুলিন আবশ্যকীয় ওষুধ। যাঁদের ডায়াবিটিস ধরা পড়েছে, তাঁদের অবশ্যই ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হবে। তবে ইনসুলিনের ব্যবহার সঠিক ভাবে করতে হবে। ইঞ্জেকশন কী ভাবে নেবেন, কোথায় সংরক্ষণ করে রাখবেন, তা জেনে রাখা জরুরি।

ইনসুলিন ত্বকের নীচেই নেওয়া হয়। ইনসুলিন ভায়াল বা শিশি থেকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে এবং ইনসুলিন পেন বা কলমের মতো একটি যন্ত্রের মাধ্যমে ইনসুলিন নেওয়া হয়।

যদি ঠিকমতো ইনসুলিনের ডোজ শরীরে না ঢোকে, তা হলে কিন্তু রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে আসবে না। তাই যাঁরা প্রথম বার ইনসুলিন নেবেন, তাঁরা জেনে নিন কিছু নিয়ম। ১) ইনসুলিন কেনার আগে দেখে নিন সেটির উৎপাদনের সময় ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময়। মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া বা রং বদলে যাওয়া ইনসুলিন কিনবেন না। ২) অব্যবহৃত ইনসুলিন কলম, কার্টজি বা শিশি ফ্রিজে রাখুন। ডিপ ফ্রিজে নয়। ফ্রিজ যদি না থাকে, তা হলে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে রাবার ব্যান্ড দিয়ে মুখ বেঁধে মাটির কলসিতে রাখুন। ৩) খুব বেশি রোদ বা ঠান্ডায় ইনসুলিন রাখবেন না। মনে রাখতে হবে তাপমাত্রা যেন ৪ ডিগ্রির কম ও ৪০ ডিগ্রির বেশি না হয়। ব্যবহার শুরু করার পর ইনসুলিন পেন সুচ লাগানো অবস্থায় কখনওই ফ্রিজে রাখবেন না। ব্যবহার করার আগে, ফ্রিজ থেকে বার করে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখুন। তার পর ব্যবহার করুন। ৪) পেটের চামড়ার নীচে ইনসুলিন নিলে সবচেয়ে ভাল। তা হলে চর্বির স্তর ভেদ করে ওষুধ ঢুকবে শরীরে। নাভির দু'পাশে ২ ইঞ্চি, উপরে ও নীচে ১ ইঞ্চির মতো জায়গা বাদ দিয়ে পেটের যে কোনও জায়গায় ইঞ্জেকশন নিতে পারেন। তা ছাড়া দুই ঊরুর সামনের অংশেও ইনসুলিন নেওয়া যায়। ৫) একই জায়গায় বার বার ইনসুলিন নেবেন না। আগে যেখানে নিয়েছিলেন, তার থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখুন। যদি ইনসুলিন নেওয়া জায়গায় জ্বালা হয়

বা ফুলে লাল হয়ে যায়, তা হলে সেখানে আর সুচ ফোটাবেন না। ৬) ইনসুলিন নিন বা ওষুধ খান, খেতে হবে লো-ক্যালোরির সুষম ও ফাইবারযুক্ত খাবার। ইনসুলিন নিলে দু"-এক কেজি ওজন বাড়ে। শুয়ে বসে থাকলে তা আরও বেড়ে যায়। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা বা হাঁটাহাঁটি করতে হবে। ৭) পেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত ইউনিট ইনসুলিন নেবেন, সেই পরিমাণ ডায়াল ঘুরিয়ে নিন। ইঞ্জেকশন নেওয়া হয়ে গেলে সিরিঞ্জ বা পেনের সুচ সঙ্গে সঙ্গে বার করে ফেলবেন না। সুচ ভিতরে রেখে ১০ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। তার পর বার করুন। ৮) দিনে ও রাতে খাবার খাওয়ার আগে নিতে হয় ইনসুলিন। কী ডোজে নেবেন ও কত ক্ষণ আগে তা চিকিৎসকই বলে দেবেন। ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগে ত্বকের জায়গাটি আগে পরিষ্কার করে নিন। ত্বকে কোনও রকম সংক্রমণ হলে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেবেন কি না তা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। ৯) ব্যবহৃত সুচ যত্রতত্র না ফেলে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন এবং তা নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন।

কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সহবত মেনে চলাই রীতি

বাড়িতে অতিথিদের আপ্যায়ণ করার দায়িত্ব যেমন কম নয়, তেমনি আপনি যখন কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন, তখন সেখানেও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে যায়। অন্যের বাড়িতে গিয়েও সহবত মেনে চলাই রীতি। আপনার আচরণ যেন শিষ্টাচারের মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়। এমন কথা বলবেন না বা এমন ব্যবহার করবেন না যাতে যাঁর বাড়িতে গিয়েছেন তাঁরা অস্বস্তিতে পড়ে যান।

খাবার টেবিলেও তেমনই সহবত মেনে চলতে হবে। কোন কোন বিষয়ে মাথায় রাখলে ও মেনে চললে সকলেই আপনার প্রশংসা করবে তা জেনে নিন।

দেরি করে পৌঁছবেন না

সবসময়ে সময় ধরে চলার চেষ্টা করা ভাল। যাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন, তিনি যত ঘনিষ্ঠই হন না কেন, কখনওই দেরি করে পৌঁছবেন না। কেবলমাত্র খাবার সময়ে গিয়ে হাজির হলেন, এমন আচরণ সঠিক নয়। বাকি অতিথিরাও বিরক্ত হতে পারেন।

উপহার অবশ্যই নেবেন

নিমন্ত্রণ ছোট হোক বা বড়, উপহার নিতে ভুলবেন না। হয়তো রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন, তা হলে আগে থেকেই উপহার কিনে রাখুন। সে উপহার যে খুব দামিই হতে হবে তা নয়। সুন্দর ফুল বা বই নিয়ে যেতে পারেন। খাবার জিনিস নিয়ে যেতে পারেন। গিফটবক্সে সুন্দর করে চকোলেট সাজিয়ে নিয়ে যান, দেখবেন সকলের মন ভাল হয়ে গিয়েছে। হাতে সময় কম থাকলে, কেক অর্ডার দিন। উপলক্ষ্যের দরকার নেই। খাওয়াদাওয়া শুরুর আগে কেক কেটে উদ্যাপন করুন। বাড়িতে ছোটরা থাকলে তারাও খুব খুশি হবে।

প্রশংসা করতে ভুলবেন না

রান্না যেমনই হোক না কেন প্রশংসা করতে ভুলবেন না। হতেই পারে যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি খুব বেশি পদ প্রস্তুত করতে পারেননি। আরও অনেক অসুবিধাও থাকতে পারে। কিন্তু আপনি তা আচরণে প্রকাশ করবেন না। বরং ধন্যবাদ জানান, এতে আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বাড়বে।

লোভ বশে রাখুন

কথাবার্তা বলার সময়ে বার বার খাবার টেবিলের দিকে তাকাবেন না। আপনাকে খেতে ডাকার পরেই যাবেন। বাকিদের বসার সুযোগ দিন আগে। আপনি শেষে বসুন। আর প্রথমেই একগাদা খাবার থালায় সাজিয়ে নেবেন না। অল্প অল্প করে নিন। তা হলে আরও কয়েকবার আপনি আপনার পছন্দের পদটি নিতে পারবেন, দৃষ্টিকটু লাগবে না। তা ছাড়া খেতে না পারলে খাবার নষ্টও হবে না। যাঁর বাড়িতে গিয়েছেন, তাঁকেও খেতে বলুন।

মোবাইল ঘাঁটবেন না

কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়ে মোবাইল বা ট্যাব নিয়ে বসে থাকবেন না। খাওয়ার টেবিলেও মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। অনেকেই খেতে বসে একটানা মোবাইলের দিকে চোখ রাখেন। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়। অন্যের বিরক্তির কারণও হতে পারে।

সাহায্য করুন

খাবার পরিবেশন করার সময়ে সাহায্য করুন। কেবল নিজে খেয়ে উঠে যাবেন না। টেবিল পরিষ্করের সময়ে আপনিও সাহায্য করুন। নিজের প্লেট ফেলে রেখে যাবেন না। কোথায় রাখতে হবে তা জেনে নিন। খাবার টেবিলে ধূমপান নয় অনেকে খাবার শেষে ধূমপান করেন। খাবার টেবিলে তা একদম করবেন না অথবা যে ঘরে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছে, সেখানে একেবারেই নয়। আপনার প্রয়োজন হলে বাইরে বেরিয়ে যান। বাড়িতে বয়স্ক বা শিশুরা থাকলে তাদের সমস্যা হতে পারে।

মণীশ মলহোত্রর পোশাকেই সাজলেন নাগা-শোভিতা

বাগ্দান সারলেন নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপালা। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে চারদিকে চর্চা চললেও প্রকাশ্যে কখনওই সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি তাঁরা। শেষমেশ সিলমোহর পড়ল তাঁদের সম্পর্কে।

বাগ্দান উপলক্ষে শোভিতা ও নাগার পোশাকটির নকশা করেছেন পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্র।

শোভিতার পরনের শাড়িটিতে দক্ষিণের ছাপ ছিল স্পষ্ট। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি গ্রাম থেকে সিল্ক আনিয়ে শোভিতার বিশেষ দিনের জন্য শাড়িটি নকশা করেছেন মণীশ।

শোভিতার পরনে ছিল উডাপ্পা সিল্ক। পদ্মের রঙের গোলাপি শাড়ি জুড়ে সোনালি আভাটি ছিল নজরকাড়া। শাড়ির পাড়ে ছিল সোনালি, রুপোলি জরির কারুকাজ। অন্য দিকে সাদা পোশাক পরেছিলেন নাগা। সাবেকি পাটু পাঁচা, লালচি আর কন্ডুভায় সেজেছিলেন তিনি। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের পুরুষেরা এই পোশাকই পরে থাকেন। উল্লেখ্য, ২০২১-এ অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন নাগা। দীর্ঘ চার বছরের দাম্পত্য ছিল তাঁদের। কিন্তু তার মধ্যেই শুরু হয় জটিলতা। তাই বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। সামান্থার সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীনই নাকি শোভিতার

সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান নাগা। যদিও, তখন নাগা বা শোভিতা কেউই সম্পর্ক নিশ্চিত করেননি।

তারকা জুটি একসঙ্গে ইউরোপ বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেখান থেকে একটি ছবি নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখা গেছিল, নাগা ও শোভিতা ওয়াইন চেখে দেখার এক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন। সেখান থেকেই তাঁদের সম্পর্কের জল্পনা ঘনীভূত হতে থাকে।

সময়ের প্রশ্ন

দীপক রঞ্জন কর

প্রবীনদের রক্তে ঝরা
প্রাক্তনদের ঘামে ঝরা
রক্ত দিয়ে স্বাধীন করা,
জনতার স্বার্থে গড়া
তিলে তিলে সৃষ্টি করা
ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে ভরা
ছিল যেথায় পরম্পরা।
প্রশ্ন...
কেন আজ হাত ছাড়া
সবই দেখি ছন্নছাড়া..
আজ কেন লক্ষ্মীছাড়া ?
আন্দোলনে শামিল যারা
কিসের লোভে মত্ত তারা?
বিবেকে কি দেয়নি নাড়া,
কোথায় আজ নবীন যারা ?
প্রশ্ন...
কোথায় ছিলে ?কোথায় এলে?
কি বার্তা দিয়ে গেলে ?
আগামীর জন্য কি রেখে
গেলে-
ধ্বংস শেষে কি বা পেলে,
কার পায়ে কুড়াল মারলে
কার ইশারায় ছুটলে দলে ?
প্রশ্ন করো বিবেক খুলে..
প্রশ্ন...
উল্লাসে তো মাতলি খুব-
কেন আজ ধ্বংসের স্তূপ ?
দেশকে নিয়ে কেন বিদ্রুপ ?
কোথায় কেন এত ক্ষোভ ?
কিসের হিংসা,কিসের লোভ ?
কোথায় তারা রয়েছে চুপ -
কোথায় এখন মত্ত লোলুপ ?

কোন ষড়যন্ত্রে দিয়ে পা
দেশের বুকে আনলে ঘা,
বোকা তোরা জানিস না
নবীন তোরা বুঝলি না --
সইতে হবে লাঞ্ছনা -
বইতে হবে বঞ্চনা -
তোদের ভাবনায় ঘরে ঘরে
কাঁদছে আজ বাংলা মা।।

সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ সনাতন পার্টির এগিয়ে আসার আহবান

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সাধারন সম্পাদক এ্যাড় সুমন কুমার রায় বলেন, দেশ আজ নরকে পরিপূর্ন হয়েছে, কোন মানুষের নিরাপত্তা নাই। অতি দ্রুত এই অরাজকতা বন্ধে দেশবাসীকে বৈষম্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক, সুখী, সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়তে দল, মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতন করে সংখ্যালঘুদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। দেশ কারো বাপের না যে সংখ্যালঘুরা ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। প্রয়োজনে সংখ্যালঘুরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা প্রীতিলতা ও মাস্টার দা সূর্য্য সেনের উত্তরসুরী।সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে আহবান জানানোর জন্য বীর মুক্তি যোদ্ধা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামী দলের আমীর ড় মোঃ শফিকুল ইসলাম, ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীরসহ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ববৃন্দ যারা বিভিন্নস্থানে মঠ- মন্দির পাহাড়া দিচ্ছেন। তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শনিবার সকাল ১১ ঘটিকায় বাংলাদেশ সনাতন পার্টির উদ্যেগে সারাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা, দোকানপাট, বাড়িঘর লুটপাট, মঠমন্দির ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ বন্ধে রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা রিপোটার্স ইউনিটি সেগুন বাগিচা নসরুল হামিদ বিপু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহত সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ সকল উপদেষ্টাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অনুপ কুমার দত্ত সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় সাধারন সম্পাদক অ্যাড় সুমন কুমার রায় এর পরিচালনায় গনমুক্তি জোটের চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শাহরিয়ার ফুয়াদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক ধর, বাকশালের সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ জহিরুল কাইয়ুম, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুজন দে, এডভোকেট লিটন বনিক, গোপাল দাস, সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক নীহার চন্দ্র হালদার, বিকাশ চন্দ্র অধিকারী, অমিত বর্মন, হরিনাথ নম বিশ্বাস, আকাশ সরকার, গৌতম চন্দ্র দাস,সবুজ বৈরাগী, রুপম সরকার, এ্যাড় গৌরাঙ্গ লাল মন্ডল, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সাজন কুমার মিশ্র অ্যাড় দুর্জয় দে সঞ্জয়, অ্যাড় বাসুদেব গুহ, মুকুল ঘোষ, ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অনুপ কুমার দত্ত বর্তমান অন্তবর্তী কমিটির সকল সম্মানিত উপদেষ্টাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটি গোষ্ঠী সংখ্যালঘু নির্যাতন করছে অনতিবিলম্বে তাদের শক্ত হাতে দমন করার জন্য উদাও আহবান জানান। উপস্থিত অন্যান্য বক্তাগণ অনতিবিলম্বে এ সাম্প্রদায়িক ও বর্বরোচিত হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ৯ দফাদাবী গুলো হচ্ছে, চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং নির্যাতিত সকল পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন করতে হবে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পরবর্তী সহিংসতায় নিহত সকলের পরিবারের একজন সদস্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি ব্যবস্থা করতে হবে এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে, ২০০১-২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতন ও রাজনৈতিকভাবে নিপিড়ন, হত্যা, গুম, খুনসহ সকল বিষয় পুন:তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে,স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন,দায়িত্ব পালনে নিহত পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি প্রদান,অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করে প্রকৃত মালিকদের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর ও হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট কে হিন্দু কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তর,১৯৭২ সালের সংবিধানে পুন:প্রবর্তন, সকল দুর্নীতিবাজ ও সরকারি অর্থ লুণ্ঠনকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমাদান করতে হবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধে স্থায়ী সমাধান ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ করা,রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির আমুল সংস্কার করে বৈষম্য মুক্ত অসাম্প্রদায়িক কল্যান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, দ্রুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে এনে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘুসহ সকল অত্যাচার নির্যাতনকারীদের ব দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং বৈষম্য মুক্ত অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের জন্য উক্ত ৯ দফা দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী খ্যাতনামা অধ্যাপক ড় মোহম্মদ ইউনুস এর প্রতি উদাত্ত আহ্বান।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার দাবিতে ঢাকার শাহবাগে বিক্ষোভ

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে হিন্দুদের মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

শনিবার (১০ আগস্ট) রাজধানীর শাহবাগে দ্বিতীয় দিনের মতো এ বিক্ষোভ চলছে।

সম্প্রতি হিন্দুদের বাড়িঘর, মন্দিরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে শাহবাগে সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। শত শত মানুষের অংশগ্রহণে এই বিক্ষোভে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সংখ্যালঘুদের চিকিৎসা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গত শুক্রবার শাহবাগে অনুষ্ঠিত একটি সমাবেশের পরে আজকের বিক্ষোভটি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রতিনিধি বাড়ানো এবং সংখ্যালঘুদের জন্য নিবেদিত একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।সংখ্যালঘু সুরক্ষা কমিশন গঠন ও সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা রোধে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিও জানান তারা। মূল দাবি ছিল সংসদীয় আসনের ১০ শতাংশ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে বরাদ্দ করা।

এদিকে,গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ৫২টি জেলায় ২০৫টি সহিংস ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে একটি খোলা চিঠি দিয়েছে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) চিঠিটি উপস্থাপন করেন সংগঠনটির সভাপতি নির্মল রোজারিও। রোজারিও বলেন, আমাদের কাছে প্রাথমিক তথ্য রয়েছে, এ পর্যন্ত ৫২টি জেলায় অন্তত ২০৫টি সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে।আমরা সারা রাত জেগে বাড়ি ও মন্দির পাহারা দিই। আমি আমার জীবনে এমন ঘটনা দেখিনি।

আমরা প্রশাসনের কাছে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছি।

খোলা চিঠিতে ড় ইউনুসকে একটি নতুন যুগের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ছাত্র ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। তবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কিছু গোষ্ঠীর সহিংস কর্মকাণ্ডে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, যা এই অর্জনকে কলঙ্কিত করেছে।

বাড়ছে মশাবাহিত রোগ, কলকাতা পৌর নিগমের ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু মোকাবিলায় উদ্যোগ

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স): বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে কলকাতা পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে কলকাতা পৌর নিগম। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশা মারার তেল স্প্রে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কোন বাড়িতে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে শনিবার সকাল থেকে কলকাতা পৌরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণী সহ বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়েছে। কোথাও টবে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রতি বাড়ি গিয়ে কারও জ্বর হয়েছে কিনা তারও খোঁজ নেন। পুরকর্মীদের এই কাজে সহযোগিতা করেন স্থানীয় সমাজসেবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যকর্মীরা মাইক প্রচারের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে নানা সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন।

শান্তিপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বাড়ির সবকিছু পুড়ে ছাই

শান্তিপুর, ১০ আগস্ট (হি.স.) : নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌতম প্রসাদ গোস্বামীর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রাধা কৃষ্ণ গোপাল জিউ বিগ্রহের এই বাড়িতে শনিবার সকালে হঠাৎ করে দোতলার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, বদ্ধ ঘরে আগুন লেগেছে। ততণাতশান্তি পুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষকে অবহিত করা হয়। চেয়ারম্যানের নির্দেশে শান্তিপুর দমকল বিভাগের আধিকারিকরা দ্রুত আগুন নেভানোর জন্য পৌঁছে যান।

বাড়িতে কেউ উপস্থিত না থাকায় বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে, আগুনের তীব্রতা কম থাকলেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করেছেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হলো, তা জানতে দমকল আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছেন। এলাকাবাসী এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন।

বিধাননগরের নিকাশী নালার অব্যবস্থাপনায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

বিধাননগর, ১০ আগস্ট (হি.স.) : বিধাননগর পৌর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাতিয়ারা সারদা পল্লীতে নিকাশী নালার মারাত্মক অব্যবস্থাপনা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জমা জল সড়ানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন।

অভিযোগ, জমা জল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রোগীদের জন্য প্রতিনিয়ত সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই কারণে মহিলারা স্থানীয় কাউন্সিলর গীতা সরদারের স্বামীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ

'শহিদ' আবু সাঈদের বাড়িতে ইউনূস, প্রার্থনা করলেন কবরেও

ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি.স.): প্রতিশ্রুতি মেনে শনিবার কোটা সংস্কার আন্দোলনের 'শহিদ' আবু সাঈদের বাড়ি গেলেন বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

বৃহস্পতিবার শপথ নিয়েই ডঃ ইউনূস আবু সাঈদের বাড়ি যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। শনিবার বেলা ১১টার (স্থানীয় সময়) কিছু পরে ইউনূস রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়া গ্রামে সাঈদের বাড়িতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের দুই অন্যতম উপদেষ্টা তথা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'সমন্বয়ক' নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

হেলিকপ্টারে তাঁরা পীরগঞ্জের মেরিন অ্যাকাডেমিতে অবতরণ করেন। এর পর সাঈদের বাড়িতে যান। সেখান থেকে নিহত ছাত্রের কবরে গিয়ে প্রার্থনাও করেন ডঃ ইউনূস ও তাঁর সঙ্গীরা।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নির্মলা, অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর রাখলেন আস্থা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস শনিবার দিল্লিতে আরবিআই-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশক মণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠক করেন।এই বৈঠকেই নির্মলা সীতারমন বলেছেন, 'আপনাদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পর্য্যবেক্ষণ এসেছে, সংসদে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমাদের সীমান্ত নিরাপদ রয়েছে, তা নিশ্চিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।' নির্মলা বলেছেন, 'আমি আশা করি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শীঘ্রই বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে যাতে বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে রফতানিও বেড়েছে এবং আমি এটাও জানি যে, নিম্ন আয়ের দেশগুলির প্রতি আমাদের শুল্ক ও কোটা উদারপন্থার কারণে, তাঁরা ভারতেও রফতানি করতে পারে।'

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : মনীশ সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। শনিবার দিল্লিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় সিসোদিয়া বলেছেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।মনীশ সিসোদিয়া বলেছেন, 'এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। ভাববেন না যে এখন তো আম আদমি পার্টির নেতা-কর্মীরা জেলে। আগামীকাল আপনাদের পালাও আসবে, আমি ইন্ডি জোটের সহকর্মীদেরও বলতে চাই, আমাদের দেশের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। আজ আমি এই মঞ্চ থেকে বলছি, দেশের পুরো বিরোধী দলের নেতাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে গর্জন করতে হবে। এখন দেশের পরিবেশ এমন যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালজি ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন...আমদের ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে লড়তে হবে।

সুন্দরবনে সৌদি আরবের খেজুর চাষ করে নজির স্থাপন করলেন আব্দুল হামিদ

উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় আব্দুল হামিদ মন্ডল নামে এক চাষী সৌদি আরবের খেজুর চাষ করে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। পেশায় মটর মেকানিক হলেও, শখের বসে হাজীদের মাধ্যমে সৌদি আরব থেকে খেজুরের বীজ নিয়ে এসে তিনি নিজের বাড়িতে একটি ছোট খেজুর বাগান তৈরি করেছেন।

আব্দুল হামিদ মন্ডল বর্তমানে তার খেজুর গাছগুলিতে ফল দেখতে পাচ্ছেন এবং সেই ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ নতুন গাছ উৎপাদন করেছেন। তিনি এই চারা বিক্রি করার জন্য প্রস্তুত এবং পশ্চিমবঙ্গে সৌদি আরবের খেজুরের চাহিদা মেটাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে চান। আব্দুল হামিদ মন্ডল দাবি করেছেন, সরকার যদি তার পাশে দাঁড়ায়, তাহলে তিনি এই খেজুর গাছ খুব অল্প মূল্যে বিক্রি করে সারা পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে দিতে চান।

অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা আব্দুল হামিদের এই উদ্যোগকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং তার সফলতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এভাবে সৌদি আরবের খেজুর চাষের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে দিয়েছেন আব্দুল হামিদ মন্ডল।

আরজি কর হাসপাতালে ছাত্রী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার সঞ্জয় রায়, তদন্তে নেমেছে বিশেষ দল জানালো সিপি

কলকাতা, ১০ আগস্ট(হি.স.): আরজি কর হাসপাতালে এক ছাত্রীকে হত্যার ঘটনায় সঞ্জয় রায়কে অন্যতম অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের চেস্ট ডিপার্টমেন্টে ওই ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় থানা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতর। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল শনিবার লালবাজারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এই খুন ও ধর্ষণের মামলায় একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের বিশেষ দলটি ডিসিডিডি (স্পেশাল) এবং টালা থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে কাজ করছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং ঘটনাস্থলে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে, এবং ছাত্রদের সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়েছে। পুলিশের দাবি, মৃতদেহ বের করার সময় পরিবারের সদস্য ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন, এবং সারারাত ধরে এই মামলার তদন্ত চলে।

পুলিশ কমিশনার আরও জানান, সঞ্জয় রায়কে প্রথমে টালা থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়, এবং অসংলগ্ন কথাবার্তার ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে কলকাতা পুলিশ এই ঘটনার কিনারা করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।এই মামলার ব্যাপারে আরও তথ্য শীঘ্রই প্রকাশ্যে আসবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

বহরমপুরে স্বামী, স্ত্রী ও পাঁচ বছরের কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার, আত্মহত্যার সন্দেহে চাঞ্চল্য

বহরমপুর, ১০ আগস্ট(হি.স.): বহরমপুর থানার খাগড়া কাদাই এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় শনিবার দুপুরে এক পরিবারের তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী ও তাদের পাঁচ বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, স্বামী প্রথমে স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করে পরে নিজে আত্মহত্যা করেছেন।

এলাকাবাসী মৃতদেহগুলি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা এমন নৃশংস ঘটনার জন্য স্তম্ভিত এবং শোকাহত।

এই ঘটনা কীভাবে ঘটল এবং এর পিছনে কি কারণ রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পুরো বিষয়টি গভীরভাবে তদন্তের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি সঙ্গত, কেন্দ্রীয় তদন্তে আপত্তি নেই বললেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় দোষীর ফাঁসির শাস্তি চাইলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়র চিকিৎসকেরা যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তা সঙ্গত বলেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, "আমি ওদের দাবির সঙ্গে একমত।"

সংবাদমাধ্যমকে টেলিফোনে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এই ঘটনায় ফাস্টট্র্যাক আদালতে ফাঁসির আবেদন জানানো উচিত। রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা না থাকলে অন্য কোনও এজেন্সির দ্বারস্থও হতে পারেন আন্দোলনকারীরা। কারণ সরকার উপযুক্ত তদন্ত চায়।

অপরাধীদের ফাঁসির দাবি জানিয়ে মমতা বলেন, "আমি ব্যক্তিগত ভাবে ফাঁসির বিরোধী। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনায় এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন আছে।

যাতে আর কেউ ভবিষ্যতে এর সাহস না পায়।" এই মামলায় রাজ্য সরকারের পুলিশের প্রতি আস্থা না থাকলে আন্দোলনকারীরা যে কোনও এজেন্সির কাছে যেতে পারেন বলে জানান মমতা। কারণ সরকারের লক্ষ্য উপযুক্ত তদন্ত।

মমতা বলেন, "আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকের মৃত্যু ন্যক্কারজনক এবং অমানবিক। আমার মনে হচ্ছে, যেন নিজের পরিবারের কাউকে হারিয়ে ফেলেছি। এই ঘটনাকে কখনওই সমর্থন করা যায় না।

মমতা বলেন, "আমি কাল ঝাড়গ্রামে ছিলাম। রাস্তা থেকে খবর নিচ্ছিলাম। মেয়েটির বাবা এবং মায়ের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। আমি আমার প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি, দোষীদের চিহ্নিত করে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে ফাস্টট্র্যাক আদালতে এই মামলা তুলতে এবং প্রয়োজনে ফাঁসির আবেদন জানাতে। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই।"

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলনকারীদের

ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে শনিবার বিক্ষোভ শুরু করলেন আন্দোলনকারীরা। স্থানীয় সময় দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ ঢাকায় হাই কোর্ট ভবনের সামনে অবস্থান শুরু করেন প্রায় কয়েক'শো আন্দোলনকারী।

আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই অবস্থান চালাচ্ছেন। প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবি পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা অবস্থান চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রকাশ, আন্দোলনকারীদের কারও কারও হাতে রয়েছে জাতীয় পতাকা। হাই কোর্ট ভবন চত্বরে নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন রয়েছেন বাংলাদেশ সেনার জওয়ানরা।

নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতি, তিমুর-লেস্তের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত রাষ্ট্রপতি মুর্মু

দিলি, ১০ আগস্ট (হি.স.): তিমুর-লেস্তের রাষ্ট্রপতি হোসে রামোস-হোর্তা শনিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার গ্র্যান্ড-কলার অফ দ্য অর্ডার অফ তিমুর-লেস্তে ভূষিত করেছেন। জনসেবা এবং শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার। এই সম্মান পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, এই সম্মান ভারত এবং তিমুর-লেস্তের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের প্রতিফলন।

ভারত-বাংলাদেশ জল সীমান্তে কড়া নজরদারি: মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ

কাকদ্বীপ, ১০ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে ভারতীয় জলসীমায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। স্থলসীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও, জলসীমায় এমন কোনো বাধা নেই। তাই জলপথে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসন আন্তর্জাতিক জলসীমা জুড়ে টহল দিচ্ছে।

এই সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরার মরশুম চলছে, এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বহু ট্রলার বর্তমানে সমুদ্রে মাছ ধরছে। এই অবস্থায় মৎস্যজীবীদের সতর্ক করতে মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছে মৎস্যজীবী সংগঠন ও প্রশাসন। প্রত্যেকটি ট্রলারের মৎস্যজীবীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ভারতের সীমানার মধ্যে থাকে। যদি কোনো অচেনা ট্রলার বা অজানা মানুষকে ভারতীয় জলসীমার মধ্যে দেখা যায়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে উপকূল রক্ষী বাহিনী বা মৎস্যজীবী সংগঠনকে খবর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গিরিবাসীরা!

● প্রথম পাতার পর

মানুষের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য গত দুবছর পূর্বে বিলাইহাম এলাকার মানুষকে পরিশোধিত পানীয়জল সরবরাহের জন্য সরকার ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরের মাধ্যমে পাইপ লাইন করে জলের ব্যবস্থা করেদেয়। অভিযোগ, সরকারের দেওয়া বন্দোবস্ত বাস্তবে মানুষের কোন কাজে আসছেনা। কারন সাপ্লাই পয়েন্ট গুলোতে যে জল আসে তা সম্পুর্ন পানের অযোগ্য। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ডিভডাব্লিউ এস মুঙ্গিয়াকামী অফিসের গাফিলতির কারনেই আইরন মিশ্রিত জল প্রতিনিয়ত সরবরাহ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বারবার মুঙ্গিয়াকামী ডি ডাব্লিউ এস অফিসে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে ছড়া কিংবা পাহাড়ের ঢাল বাহীত জলই ব্যবহার করছে তারা। গর্ত বা এই ধরনের জল পান করে প্রতিনিয়ত নানা রোগে ভুগছে এলাকার শিশু থেকে বৃদ্ধ। এদকে জল সরবরাহ করার দ্বায়িত্বে থাকা পাম্প অপারেটর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি অকপটে এর সত্যতা স্বীকার করেন।

তিনি জানান উনি নিজে কয়েকবার মুঙ্গিয়াকামী ডি ডাব্লিউ এস অফিসে গ্রাম বাসিদের সমস্যার কথা জানিছেন। কিন্তু অফিসের বাবুরা কোন কিছুই করেনি। এদিকে যেহেতু এলাকার জলের পাম্প চালানোর দ্বায়িত্ব উনার, স্বাভাবিক ভাবে সাধারণ মানুষ উনাকেই নিত্য দিন চাপ দিচ্ছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য। স্থানীয়দের অভিযোগ সরকার তাদের জন্য পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার পর অফিসের কর্মিদের কারনে দীর্ঘদিন যাবৎ আইরন মিশ্রিত জল দেওয়াহচ্ছে। এখন এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইছেন এলাকার বাসিন্দারা।

কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

বহু মানুষের। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডের পরিস্থিতি আকাশপথে ঘুরে দেখলেন। পরে বিধ্বস্ত এলাকাতেও যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সঙ্গে ছিলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপী। এরপর তিনি ত্রাণ শিবির ও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মানুষজনকেও দেখতে যান।আকাশপথে প্রধানমন্ত্রী এদিন ভূমিধসের উৎপত্তিস্থল দেখেন, যা ইরুভাঝিনজি পুঝা (নদী)। তিনি পুনচিরিমাত্তম, মুন্ডক্কাই এবং চুরমালার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিও পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। উল্লেখ্য, ওয়ানাডে ভয়াবহ এই ভূমিধসে ৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। খোঁজ পাওয়া যায়নি বহু মানুষের।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

বৌকে পায়নি। আজ (শনিবার) সকালে কূয়ার পাড় দিয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় কূয়ায় দেখি স্ত্রী জলে ভেসে আছে। এর পর পাড়ায় খবর দিয়ে জানাই। তিনি জানান, তার স্ত্রী প্যারালাইসিস রোগী পা অচল ছিল। এখন প্রশ্ন হল, প্যারালাইসিস রোগী ডান পা অচল সে কিভাবে রাতে ঘর থেকে বেশ দূরে কূয়ায় গেল। এদিকে, বিমল মেমোরিয়াল হাসপাতালের মর্গের ডোম শ্যামল ঘাসি অভিযোগ করে বলেন, হাসপাতালের মর্গ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আছে। মর্গে আলোর ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, কোথাও পচা, অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে আনতে এন এইচ এম থেকে কোন পয়সা দেওয়া হয় না। ডোম শ্যামল ঘাসি জানায় রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালের ডোম এরকম পরিত্যক্ত পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হলে এন এইচ এম ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হয়। আমরা কোন টাকা পয়সা পাই না কেন। এসডিএমও এবং এন এইচ এম দিতে চায় না। গ্রামের জনৈকা অভিযোগকারী মহিলা, মৃতার স্বামী রাম প্রসাদ মারার ও পুলিশ অফিসার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সমৃদ্ধ করেছে

● প্রথম পাতার পর

কর্মকুশলতা নতুন দিশার সঞ্চার করেছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব স্বর্গত রাজকুমার রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং বহুগুণের অধিকারী রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর সুযোগ্য সন্তান আপনি। সমাজের বহুমুখী ক্ষেত্রে আপনার সৃষ্টিশীল অবদান নিঃসন্দেহে আমাদের গৌরবান্বিত করেছে। জনজাতি সমাজের উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যা আজও আমাদের নতুন পথের দিশা দেখায়। প্রচারের অন্তরালে থেকে নীরবে নিভৃতে আপনি কাজ করে চলেছেন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আপনি নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারেলের ত্রিপুরা চাপ্টারের দায়িত্বে থেকে আপনি এ অঞ্চলের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা থেকে বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এই অঞ্চলের শিল্পকলার চর্চা ও প্রসারে আপনার ভূমিকা দীর্ঘকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে বলে আশা রাখি। ২০১৮ সালে প্রথম বিজেপি শাসিত রাজ্য মন্ত্রিসভায় আপনি উপমুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার ও নিষ্ঠার সাথে অর্থ, পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ,বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ এবং পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৫ বছরের এই মন্ত্রিত্বের সময়কালে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আপনার বহুমুখী সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাজ্য প্রশাসনকে সমৃদ্ধ করেছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রকে আপনি সম্প্রসারিত করেছেন। আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাজ্যে বায়োভিলেজ ২.০ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর জাতীয়স্তরে সম্প্রচারিত জনপ্রিয় মন কি বাত অনুষ্ঠানেও রাজ্যের সাফল্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আপনার সুদক্ষ নেতৃত্বে আগরতলার বাধারঘাটে বিজ্ঞান গ্রাম (সায়েন্স সিটি) স্থাপিত হয়েছে। রাজ্যের তরুণ যুব সম্প্রদায় এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা এবং মনস্কতা গড়ে তুলতে এই বিজ্ঞান গ্রাম স্থাপন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও আপনার অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন শীর্ষ পদে আসীন ছিলেন এবং ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনে রাজ্য শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যীষ্ণু দেববর্মার সুদক্ষ নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ ক্ষমতা অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস তেলেঙ্গানা রাজ্যের চতুর্থ রাজ্যপাল হিসেবে আপনি আপনার দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

রাজ্যপাল হিসেবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আপনার দূরদৃষ্টি দেশ ও রাজ্যকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আপনার সাহিত্য সৃষ্টি সমাজ সচেতনতামূলক সুগভীর চিন্তাভাবনা আমাদের রাজ্যের অন্যতম সম্পদ। আজ আপনাকে এই রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা নিজেরাই গর্বিত।"

অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে নিজ রাজ্যে নাগরিক সংবর্ধনা পেয়ে আমি গর্বিত। রাজ্য থেকে প্রথমবারের মতো রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরার পরিচয়ের নতুন পথ খুলে গেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সময়কালে রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন পদ্মশ্রী পেয়েছেন, যা রাজ্যকে নিশ্চয়ই গৌরবান্বিত করেছে। রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে তেলেঙ্গানা রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগাবো। পাশাপাশি তেলেঙ্গানা রাজ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে মতবিনিময় করবো। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নেও রাজ্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরায় এখন উন্নয়নের আন্দোলন চলছে। উন্নয়নের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার উপরও তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল শ্রী দেববর্মা গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে যীষ্ণু দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। যীষ্ণু দেববর্মা রাজ্যে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজ্যের জনজাতিদের কল্যাণেও তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা।

মন্ত্রীসভায়

● প্রথম পাতার পর

খ) এএইচপি প্রকল্পগুলি উদ্ভাবনী বিল্ডিং উপকরণ, প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে এএইচপি প্রকল্পগুলির অধীনে যে কোনও অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রভাব ধার্য্য না করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে প্রতি বর্গমিটারে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নীতি

পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-এর অধীনে সুবিধা পাওয়ার জন্য, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন বাস্তুতন্ত্রের প্রচারের জন্য বিভিন্ন সংস্কার ও সহায়তা সম্বলিত 'সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নীতি' প্রণয়ন করতে হবে। "সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নীতি"-তে এমন সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা "সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন"-এর সাশ্রয়ী মূল্যকে উন্নত করবে।

প্রভাব:

পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ ইডব্লুএস / এলআইজি এবং এমআইজি বিভাগের আবাসন স্বপ্ন পূরণ করে "সবার জন্য আবাসন" এর লক্ষ্য অর্জন করবে। এই প্রকল্পটি বস্তিবাসী, এসসি / এসটি, সংখ্যালঘু, বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সমাজের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত অংশের চাহিদা মোকাবেলা করে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করবে। পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ পরিচালনার সময় চিহ্নিত সাফাই কর্মী, পিএমএস-বিশ্বনিধি প্রকল্পের আওতায় চিহ্নিত ফুটপাত হকার, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, বিল্ডিং ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মী, বস্তিবাসী এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কার্যনির্বাহী আধিকারিক সৌগত নিয়োগী, স্থানীয় বিধায়ক পলদাংশু, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন ভারতে ভোজ্য তেলের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেকটাই কম। তিনি বলেন,বর্তমানে ভারতের ৩ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর এলাকায় পাম চাষ হচ্ছে। চাহিদার সাথে যোগান বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরার মাটি পাম চাষের জন্য উত্তম। তাই রাজ্যে পাম চাষের জন্য গোদ্রেজ কোম্পানিকে উত্তর, ঊনকোটি এবং ধলাই জেলা ও বাকি পাঁচটি জেলার জন্য পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন শেষ দুই বছরে রাজ্যের ৮৫৩ হেক্টর জায়গায় লাগানো হয়েছে পামগাছ। এরজন্য সবচাইতে বেশি কাজ করেছে গোদ্রেজ কোম্পানি। মন্ত্রী জানান পাম চাষ করে যেসব চাষীরা সাবলম্বী হতে চইছেন তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার।মোট দশ হেক্টর জায়গা জুড়ে নালকাটায় গড়ে উঠবে এই প্রক্রিয়াকরন কেন্দ্র। মালএশিয়া থেকে বীজ এনে চারা তৈরী করে তার থেকেই রাজ্যে তেল উৎপন্ন করবে সংস্থা। এদিন নালকাটা থেকে গণ্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পামগাছের চারা। অনুষ্ঠানকে সফল করতে এলাকার চাষীরা উপস্থিত হন অনুষ্ঠানস্থলে। এদিন পাম চাষের জন্য অনলাইন অ্যাপেরও সূচনা করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে পাম গাছের চারা রোপন করেন অতিথীরা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের তরুণদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূস।শনিবার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক সেশনে এ আহ্বান জানান অধ্যাপক ইউনূস। এ সময় জাতি গঠনে তরুণদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুরুত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এই রংপুর, এই বাংলাদেশ এখন আপনাদের হাতে। আপনি যেখানে নিয়ে যেতে চান, সেখানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই শক্তি আপনাদের ভেতরে রয়েছে- তা আর গবেষণার বিষয় নয়।ইউনূস দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী আবু সাঈদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তাকে "মহাকাব্যিক চরিত্র" হিসেবেও বর্ণনা করেন।তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ভবিষ্যতে, তাকে নিয়ে অনেক কবিতা, সাহিত্য লেখা হবে।বাংলাদেশের ছাত্র ও তরুণরা সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি তাদের সাম্প্রতিক অর্জনকে দেশের দ্বিতীয় বিজয়" হিসেবে উল্লেখ করেন। এই বিজয় যাতে হাতছাড়া না হয় তা নিশ্চিত করার আহ্বানও জানান। তিনি বলেন, একমাত্র আপনারাই এটা করতে পারেন। আমরা প্রবীণ প্রজন্ম এটা পারব না। তিনি প্রবীণ প্রজন্মকে সরে এসে যুবকদের জন্য পথ তৈরি করে দেওয়ার আহ্বান জানান। যে কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য দূরদর্শিতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, স্বপ্ন না থাকলে বিশৃঙ্খলা হবেই। কিন্তু আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন এবং এর পেছনে ছুটেন, তাহলে একসময় যা অসম্ভব বলে মনে হতো তা সম্ভব হয়ে যাবে। অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা আপনাদের মধ্যেই রয়েছে। তরুণদের কখনও পিছপা না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জাতিকে যেখানে নিয়ে যাওয়া দরকার সেই পথ দেখাতে প্রবীণ প্রজন্ম ব্যর্থ হয়েছে। প্রবীণদের ব্যর্থতা স্বীকার করে তিনি বলেন, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। যেখানে আপনাদের নিয়ে যাওয়ার কথা, আমরা আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারিনি।উনূস শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যারা তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যেন সফল হতে না দেন শিক্ষার্থীরা। আপনাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার আর ব্যর্থ হতে দেবেন না। জাতীয় সংস্কারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা। দেশকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা সব পরিষ্কার করে দেব। সবকিছু পরিষ্কার না করা পর্যন্ত আমাদের কোনো স্বস্তি নেই।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক হামলার বিষয়ে অধ্যাপক ইউনূস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এসব কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে একে "জঘন্য" বলে অভিহিত করেন। তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তারা কি এ দেশের মানুষ নয়? আপনারা দেশকে বাঁচাতে পেরেছেন; কিছু পরিবারকে বাঁচাতে পারছেন না? তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ পরিবারকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন,আপনাদের বলতে হবে- কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা আমার ভাই; আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি এবং আমরা একসঙ্গেই থাকব।অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশকে একটি সুন্দর পরিবারের সঙ্গে তুলনা করেন। এর চেয়ে সুন্দর পরিবার আর হয় না। এই ঐক্য রক্ষায় তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে, কিন্তু এত সুন্দর পরিবার আর নেই।

আর জি করের চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তকে কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। রাতেই তাকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর। তরুণী চিকিৎসকের কললিস্টের সূত্র ধরে ওই ব্যক্তিকে ধরা অভিযুক্তকে যে কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না, এদিন তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলা নিয়ে গিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানালেন মমতা। তিনি বলেছেন, "ফাঁসির পক্ষে আমি নই। তবে কোনও কোনও ঘটনায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরকম শাস্তি দরকার, যাতে আর কেউ করার সাহস না পায়।" শুক্রবারের ঘটনায় জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতিতে বসেছেন। সকাল থেকে চলছে বিক্ষোভ। একাধিক দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তাররা এই যে ক্ষোভ দেখাচ্ছে, সেটা সঙ্গত বলেই মনে করেন মমতা বন্দ্যোপাধায়। ওই সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "ওদের যা দাবি, তার সঙ্গে আমি একমত। তারা যা দাবি জানিয়েছে, পুলিশ তা মেনে নিয়েছে।"সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে মমতা বলেন, "আমি নির্দেশ দিয়েছি, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলা নিয়ে গিয়ে, দরকার হলে ফাঁসির আবেদন জানানো হোক। যে কালপ্রিট এটা করেছে, তার কোনও ক্ষমা নেই।"হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "ডাক্তারদের গায়ে যাতে কেউ হাত না দেয়, তার জন্য আমরা প্রত্যেক হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প করেছি। আমরা যেমন দেখব, হাসপাতালের সুপার, প্রিন্সিপ্যালদেরও নিরাপত্তার বিষয়টা দেখতে হবে। তাদের দিক থেকে কোনও গাফিলতি ছিল না,সেটা আমরা তলিয়ে দেখব।"রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থা না থাকলে, যে কোনও এজেন্সির কাছে তদন্তের জন্য যাওয়া যেতে পারে। এমনটাই বলেছেন মমতা। সিবিআই তদন্ত হলেও কোনও আপত্তি নেই তাঁর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সিবিআই তদন্তেও আপত্তি নেই, কারণ আমাদের কোনও কিছু লুকনোর নেই। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক।

সম্পাদক সুব্রত

● প্রথম পাতার পর

কোষাধ্যক্ষ ও ৬ টি কার্যকরী সদস্যের পদ। নির্বাচিত কমিটি পরবর্তী দুই বছরের দায়িত্বে থাকবে। আজ ২:৩০ মিনিট নাগাদ থেকে ভোট গণনা শুরু হয়েছিল।

এদিনই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে ১১ সদস্যকের নতুন কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছেন। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিহ্বল নন্দী জুমদার। সহ-সভাপতি প্রবাল ঘোষ, সম্পাদক সুব্রত সরকার,সহ-সম্পাদক অস্মিতা বনিক, এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সৌগত দত্ত। এছাড়া ছয়জন কার্যকরী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে, অংকন তিলক পাল, সীমিতা চক্রবর্তী ,দিব্যেন্দু সরকার,অনুজিৎ দে, সাগর বনিক এবং সৈকত সাহা।

পুলিশকর্মী

● প্রথম পাতার পর

উল্টে পরে। বাইকের আরোহী ছিল চরম নেশাগ্রস্থ। তার নাম বিজয় দাস (২২) বাড়ী জিরানিয়া। বাইক উল্টে যাওয়ায় ওই নেশাগ্রস্থ যুবক ও আঘাত প্রাপ্ত হয়।সাথে সাথে পুলিশ অফিসার সহ ওই যুবক কে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আঘাত গুরুতর হওয়ায় দুজনকেই আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আরজি কর কান্ডের রেশ বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ১০ আগস্ট (হি.স.):আরজি কর কান্ডের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়ায়।কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত মহিলা জুনিয়র চিকিৎসককে শারীরিক নির্যাতন ধর্ষন ও খুনের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক মহলে।শনিবার সকাল থেকেই হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা এমার্জেন্সি ছাড়া সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।যার ফলে জরুরি পরিষেবা ছাড়া আউটডোর সহ হাসপাতালের সমস্ত কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।শনিবার সকালে হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা হাতে পোস্টার নিয়ে হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।তাদের দাবি আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় যুক্ত ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই।একই সঙ্গে তারা সমস্ত হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও বাঁকুড়া হাসপাতালে যাতায়াতের রাস্তায় পুলিশি ব্যাবস্থার দাবি জানান।

সচিব

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে। এবার প্রথমবারের মতো জনগণ গণনার সময় ফলাফল জানতে পারবেন। কারণ, সরাসরি রাজ্য নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইটে ফলাফল আসবে।

পুরনো তিন পদে বহাল হলেন তারকা সাংসদ দেব

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : লোকসভা ভোট মেটার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে ফের সেই পুরনো তিন পদে বহাল হলেন তারকা সাংসদ দেব। স্বাস্থ্যভবন থেকে এই সংক্রান্ত চিঠি ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিঠি এসে পৌঁছেছে। শনিবার এ খবর জানা গিয়েছে।ভোটের আগে দেব তিনটি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঘাটালের বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি।লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের সংসদীয় এলাকা ঘাটালের তিন প্রশাসনিক পদ থেকে আচমকা ইস্তফা দেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। ঘাটালের বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।উল্লেখ্য, বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর থেকে দেবকে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া তাঁকে ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন পর্ষদের চেয়ারম্যানও করা হয়।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত রিসোর্ট আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার, ১০ আগস্ট (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে ফের হানা দিল হাতি। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। হাতির হামলায় একটি রিসোর্ট সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় একজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।সূত্রের খবর, গভীর রাতে একটি হাতি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাদারিহাট এলাকায় ঢুকে পড়ে। এরপর খাবারের সন্ধানে একটি রিসর্টে হানা দেয় হাতিটি। হাতির আক্রমণে রিসোর্টটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।হাতির হামলায় অনেকেই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে জলদাপাড়া বন দফতরের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটিকে বনের দিকে পাঠায়। মাদারিহাট এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণে মানুষ আতঙ্কে রয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত কর্পোরেট ক্রিকেট জমজমাট, আজ ফাইনাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। চার দল জয়ী হয়েছে। আগামীকাল সেমিফাইনালে খেলবে। এরপর ফাইনাল। শুরু হয়েছে কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। মুখ্য বিষয় এটা নয়। সাংবাদিকদের বিনোদনের লক্ষ্যে যে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব গঠিত হয়েছিল, প্রত্যেক সদস্যরা আজ এতটাই স্ব-প্রতিভ এবং ঐক্যবদ্ধ। প্রথম সারির কর্পোরেট সেক্টর গুলোকে নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন নিঃসন্দেহে জেআরসি প্রশংসার দাবি রাখে। আজ, শনিবার স্থানীয় ভোলাগিরি মাঠে সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্ষণ সিক্ত পরিবেশে রোদ- বৃষ্টির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে মাঠ তৈরি করা থেকে আম্পায়ার-স্কোরারের ভূমিকা পালন করা, কোনও কিছুতেই পিছপা হয়নি জেআরসি-র সদস্যরা। টুর্নামেন্ট শুরু যথাসময়ে। প্রথম ম্যাচে অল ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ২৬ রানের ব্যবধানে টিএনজিসিএল-কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। বিজয়ী দলের রুপেশ পেয়েছে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার। দ্বিতীয় খেলায় ইউনিটি লিভার হসপিটাল ক্রিকেট টিম ১৯ রানের ব্যবধানে এইচডিএফসি ব্যাংক-কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। বিজয়ী দলের অলরাউন্ডার অসীম সরকার পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। তৃতীয় খেলায় ইকফাই ইউনিভার্সিটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তিন রানের ব্যবধানে হ্যালুসিনেট টিমকে পরাজিত করে সেমিফাইনালের ছাড় পত্র পেয়েছে।

বিজয়ী দলের দেবতনু পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতি ট্রফি। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক চার উইকেট এর ব্যবধানে এনিমেটর ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিজয়ী দলের পার্থপ্রতিম দত্ত পেয়েছে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার।

আগামীকাল সকাল সাড়ে নয়টায় প্রথম সেমিফাইনালে অল ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশন খেলবে ইকফাই ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইউনিটি লিভার হসপিটাল এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক পরস্পরের মুখোমুখি হবে। অতঃপর ফাইনাল ম্যাচের শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। আজ, শনিবার প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে মাঠে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডাঃ প্রশান্ত মজুমদার, ডাঃ রণবীর রায়, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের জিএম অনুপ কুমার সাহা, মার্কেটিং চীফ এক্সিকিউটিভ জিৎ ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত অতিথিদের সংবর্ধিত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে দেওয়া হয়েছে শুভেচ্ছা স্মারক। ম্যাচ শুরুর প্রাক্কালে সম্প্রতি প্রয়াত মিডিয়া জগতের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আগামীকাল সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সচিব অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামীকাল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

বি ডিভিশন লিগ ফুটবলে এনএসআরসিসি জয়ী, পুলিশকে রুখলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বি ডিভিশন গ্রুপ লীগ ফুটবলে এনএসআরসিসি ৫২ গোলে নবোদয় সংঘকে পরাজিত করেছে।

অপর খেলায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে রুখে দিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ঘরোয়া বি-ডিভিশন লিগে নিয়মরক্ষা ম্যাচে শনিবার দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় নবোদয় সংঘ ও এন এসআরসিসি। ম্যাচটি ৫-২ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘ কে পরাজিত করে লিগে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের মুখ দেখলো এন এসআরসিসি। অন্যদিকে টানা ৭ ম্যাচে পরাজিত হয়ে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে লিগ শেষ করলো নবোদয় সংঘ।

এদিনের ম্যাচে এনএসআরসিসির হয়ে হ্যাট্রিক করে সজল দাস। ম্যাচে সজল দাস খেলার ১৫,৪৮ ও ৬৪ মিনিটে ৩ টি গোল করে। এছাড়াও এনএসআরসিসি র হয়ে ১ টি করে গোল ম্যাচের ৬ মিনিটে পল্টু চৌধুরী ও ৩৩ মিনিটে ইকবাল হোসেন।

পক্ষান্তরে নবোদয় সংঘের হয়ে জোড়া গোল করে খেলার ৪৯ ও ৭২ মিনিটে কিষান কুমার জমাতিয়া।

দিনের দ্বিতীয় নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হয় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ম্যাচটি ৪-৪ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেয় উভয় দল। এদিনের ম্যাচটি ড্র করে ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করলো পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অন্যদিকে লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ১৩ আগষ্ট এন এস আর সি সির বিরুদ্ধে খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

মেয়েদের অলিম্পিক ফুটবল: জার্মানির কাছে হেরে ব্রোঞ্জও হাতছাড়া স্পেনের

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকের মহিলা ফুটবলের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে স্পেনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতল জার্মানি।আগের ম্যাচেও স্পেন ব্রাজিলের কাছে হেরে ফাইনালে উঠতে পারেনি। শুক্রবার স্পেনকে হারিয়ে চতুর্থ বারের মতো ব্রোঞ্জ পদক পায় জার্মানি। ফ্রান্সের লিঁওতে শুক্রবার ম্যাচের ৬৫ মিনিটে বায়ার্ন মিউনিখের গুইলিয়া গুইন পেলান্টি থেকে গোল করে জার্মানিকে জেতান। স্পেনও সুযোগ পেয়েছিল।অতিরিক্ত সময়ে তারাও পেনাল্টি পায়। কিন্তু স্পেনের অ্যালেক্সিয়া পুটেলাসের শট রুখে দেন জার্মানির গোলরক্ষক এন কার্টিন বার্জার।

পেনাল্টি মিসের ১ মিনিট পর রেফারি খেলার শেষ বাঁশি বাজালে জয় নিশ্চিত হয় ২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়নদের।

শনিবার রাত ৯টায় সোনা জয়ের লড়াইয়ে মাঠে নামবে ব্রাজিল ও আমেরিকা।

ইংল্যান্ড দলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন লি কার্সলে

লন্ডন, ১০ আগস্ট (হি.স.): গ্যারেথ সাউথগেটের জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন কোচ নিয়োগ করল ইংল্যান্ড। আপাতত এই পদ সামলাবেন অনূর্ধ-২১ দলের কোচ লি কার্সলে। আইরিশ কার্সলে ডার্বি কাউন্টি ও এভারটনের হয়ে খেলোয়াড় জীবন কাটিয়েছেন লি কার্সলে। ফুটবল থেকে অবসরের পর ২০১২ সালে তিনি কভেন্ট্রি সিটির কেয়ারটেকারের দায়িত্ব পান। ২০১৫ সালে হন ব্রেন্টফোর্ডের কোচ। ২০২০ সালে তিনি ইংল্যান্ড অনূর্ধ-২০ এবং পরে অনূর্ধ-২১ দলের দায়িত্বে ছিলেন।সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য উয়েফা নেশন লিগের ম্যাচগুলো সামনে রেখে কার্সলেকে নিয়োগ করলো ইংল্যান্ড।

অনূর্ধ ১৪ ও ১৭ বালকদের পশ্চিম জেলা দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বোর্ড আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৪ ও ১৭ বালকদের ফুটবল টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে পশ্চিম জেলা দল ঘোষণা করা হয় শনিবার। এদিন আগরতলা শহরতলী উত্তর দেবেন্দ্রনগর সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় জেলাভিত্তিক এই দুই বিভাগের টুর্নামেন্ট। এতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মোহনপুর ও সদর মহকুমার ফুটবল দল। প্রতিযোগিতা শেষে উভয় বিভাগে ১৬ জন করে পশ্চিম জেলার ফুটবল দল গঠন করা হয়। আগামী ২০ থেকে ২১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ ছেলেদের ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে গোমতী জেলার অমরপুরে। অপরদিকে অনূর্ধ ১৪ রাজ্যভিত্তিক ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ থেকে ২৯ আগস্ট খোয়াইয়ে। শনিবার ম্যাচ শেষে উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন দলের ফুটবলারদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনূর্ধ ১৪ বালকদের ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন হয় জিরানিয়া। তারা ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে মোহনপুরকে।

অন্যদিকে অনূর্ধ ১৭ বিভাগে জিরানিয়া ৪-৩ গোলে পরাজিত করে সদরকে। দিনের লড়াই শেষে রাজ্যভিত্তিক আসরের জন্য দুই বিভাগে পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়। অনূর্ধ ১৪ বিভাগের ফুটবলাররা হলেন - ঈমানুল কলই, হরি ভক্ত দাস কমল জমাতিয়া, কালিসাও রিয়াং, মানব দেববর্মা, আকাশ দেববর্মা, হায়েস্ট দেববর্মা, রাকেশ চাকমা কুথায় দেববর্মা, পৃথাই দেববর্মা, কৃষাণ দেববর্মা, এবংস দেববর্মা, সৌমেন দেববর্মা, সায়ন দাস, সানাল দেববর্মা ও কিষান দেববর্মা। দলে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে প্রীতম ওরাং, বিনীত সিং, নয়ন দাস, শ্যামল দেববর্মা।

জেলার অনূর্ধ ১৭ দলটি হল অজয় সূত্রধর, দীপ দেববর্মা, সুকান্ত দাস, ব্রহ্মাঞ্জয় রিয়াং, সালকা জমাতিয়া, রাজদীপ রবিদাস, আপন দে, সাহিল জমাতিয়া, গোপাল ঘোষ, বিশাল ত্রিপুরা, সঞ্জয় দেববর্মা, দিপু দেববর্মা, ডেনিয়েল দেববর্মা, প্রিয়াংশু দেববর্মা,নিদাল দেববর্মা ও শানু সরকার।

স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রয়েছে প্রহর দেববর্মা, রণবীর দেববর্মা, পিন্টু দেববর্মা ও আকাশদীপ দেবনাথ।

সুইডেনের উদ্দেশ্যে রওনা রাজ্যের মাস্টার্স অ্যাথলেটেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১৩ থেকে ২৫ আগস্ট সুইডেনের গুটেনবার্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৬ তম বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিভ চ্যাম্পিয়নশিপ। আন্তর্জাতিক এই আসরে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে রাজ্যের ৬ জন অ্যাথলেট। ভারতীয় দলের হয়ে রাজ্যের প্রতিনিধিরা হল জবা পাল দত্ত, শেফালী বর্ধন, মিতালী দেবনাথ অর্চনা বনিক, মমতা নাথ ও কাজল চন্দ্র দাস। শনিবার সকালে সুইডেনের উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করলেন ভারতীয় দলের রাজ্যের প্রতিনিধিরা। এদিন আগরতলা বিমানবন্দরে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিদের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার সম্পাদক আশিস পাল, সিনিয়র মাস্টার্স অ্যাথলেট অমিয় কুমার দাস। রাজ্যের খেলোয়াড়দের সাফল্য জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা, সহ সভাপতি স্বপন সাহা, কার্যকরী সভাপতি তপন ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সহ-সম্পাদক অপুরায়, নিখিল সাহা, প্রণব অখন্ড ও চন্দন চক্রবর্তী।

TRIPURA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(TUDA)

NOTICE

Don't miss this opportunity to own a spacious and luxurious flat in TUDA Township Project at Kunjaban. The super structure is fully completed with ongoing finishing works. Hurry up and book your flat today before they are sold out. Call us at 8583989507/9612821815 or visit our website [https://tuda.tripura.ind.in] for more details.

Sd/-
Commissioner, (TUDA)

ICA/D-593/24

(Rajat Pant, TAS)
Commissioner
Tripura Urban Planning &
Development Authority (TUDA)

NOTIFICATION FOR LAW ENTRANCE EXAMINATION, 2024

With reference to Notification No.F.2(71)-LEEB/2024/16, dated 05/07/2024, the date, venue and time of Law Entrance Examination, 2024 is given as follows:

Date of Law Entrance Examination, 2024	Venue	Time
21st August, 2024 (Wednesday)	Bir Bikram Memorial College (BBMC), College Tilla, Agartala, Tripura (West)	11 a.m. to 1 p.m.(IST)

The Candidates can download the Admit Card of Law Entrance Examination, 2024 from the candidate's individual DASHBOARD from the online portal https://leeb.tripura.gov.in from 14/08/2024 onwards. Those candidates who fail to download their admit card may come to the office of the Law Entrance Examination Board at the address given in the portal on 20/08/2024 from 11 a.m. to 5 p.m. with acknowledgment of application (Application ID) and a passport size photograph of their own for collection of a duplicate admit card.
The notification is also available in www.highereducation.tripura.gov.in
ICA/C-603/24

(Chairman)
Law Entrance Examination Board, 2024

আজ কুস্তিতে নামছেন ভারতের শেষ আশা ঋতিকা, আছে গল্ফ, ম্যারাথন

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.) : শেষের মুখে প্যারিস অলিম্পিক। এই মুহূর্তে ভারত পেয়েছে ৬টি পদক। আর পদক কি ভারতের ঝুলিতে আসবে, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে শনিবার আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে। কারন, এবারের অলিম্পিকে ভারতের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে শনিবার মাঠে নামছেন ঋতিকা হুডা। আছে মহিলাদের গল্ফ, পুরুষদের ম্যারাথন। শনিবার অলিম্পিকের কুস্তিতে নামছেন ঋতিকা হুডা। তিনিই এবার ভারতের শেষ প্রতিযোগী হিসেবে নামছেন মহিলাদের ৭৬ কেজি বিভাগে। তাঁর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ দুপুর ২:৩০ থেকে। জিতলে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামবেন বিকেল ৪:২০ থেকে। এর পর তাঁর সেমিফাইনাল রাত ১০:২৫ থেকে।

তাছাড়া শনিবার অলিম্পিকে আছে মহিলাদের গল্ফ। আছেন ভারতের দুই গল্ফার অদিতি অশোক এবং দীক্ষা দাগার। অদিতি গত অলিম্পিকে চতুর্থ হয়েছিলেন। এবার কী করবেন তিনি ? তাঁদের ইভেন্ট আছে দুপুর ১২:৩০ থেকে।

শনিবার অলিম্পিকে আছে পুরুষদের ম্যারাথনও। ১০০ মিটার দৌড়ের পর এই ইভেন্টের আকর্ষণই সবচেয়ে বেশি। দৌড় শুরু সকাল ১১:৩০ থেকে।

শনিবার প্যারিস থেকে ফিরেছে ভারতীয় হকি দল, পেল দুর্দান্ত সংবর্ধনা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী ভারতীয় পুরুষ হকি দল শনিবার সকালে দেশে ফিরেছে। হকি দলটিকে দুর্দান্ত ভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে।খেলোয়াড়দের মালা এবং ত্রিবর্ণের উত্তরীও দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল।সেই সময় ঢোল আর সানাইয়ে বিমানবন্দর মুখরিত হয়ে ওঠে।খেলোয়ারদের সাক্ষাৎ পেতে প্রচুর মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।খেলোয়াড়দের বিমানবন্দরের বাইরে ঢোলের সুরে নাচতে দেখা যায়। দলে ছিলেন না শ্রীজেশ সহ কয়েকজন

অলিম্পিক ফুটবল: মিশরকে উড়িয়ে দিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতল মরক্কো

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.) : অলিম্পিক ফুটবলে তৃতীয় স্থান নির্ধারনী ম্যাচে মিশরকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেল মরক্কো।অলিম্পিক ফুটবলের এই প্রথম পদক পেল দেশটি! ব্রোঞ্জ নির্ধারণী ম্যাচে মিশরকে পাত্তাই দেয়নি মরক্কো। একপেশে লড়াইয়ে মিশরকে তারা হারাল ৬-০ গোলে। অলিম্পিকে এই সাফল্যের পর হাকিমি এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তবে অলিম্পিকে ভালো খেলে সোনা জয় করতে না পারার আক্ষেপ রয়েছে তার। রিয়াল মাদ্রিদের এই প্রাক্তন ডিফেন্ডার বলেছেন, যেটা হয়নি সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। এই পদক জিতে আমরা গর্বিত। আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। সোনার পদক জিততে চেয়েছিলাম আমরা, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফাইনালে উঠতে পারিনি। তবে এই সাফল্য আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল।' অলিম্পিক ফুটবলে এই সাফল্যের পর মরক্কোর কোচ তারিক সেক্তিউইয়ের মনে হচ্ছে, মরক্কোর ফুটবল সঠিক পথে আছে এবং আমরা ভালো উন্নতি করছি। বিশ্বকাপে আমরা চতুর্থ হয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছি।'

ইউরোয় জাদু দেখানো ওলমোর সঙ্গে ৬ বছরের চুক্তি সাক্ষর বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১০ আগস্ট (হি.স.): ওমেলো বার্সার অ্যাকাডেমি লা মাসিয়ায় ছিলেন ৭ বছর। তবে বার্সেলোনার মূল দলে খেলেননি তিনি। এবার সেই সুযোগটা পেয়েছেন। ৬ বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনায় নাম লেখালেন স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার। এবার ইউরোতে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ওলমো।

চোটে পড়া পেদ্রির জায়গায় সুযোগ পেয়ে স্পেনের শিরোপা জয়ে দারুন অবদান রেখেছেন তিনি। জার্মান ক্লাব আরবি লাইপজিগ থেকে বার্সায় এসেছেন ওলমো। তার জন্য বার্সাকে খরচ করতে হয়েছে ৬০ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে দানি ওলমোর সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি জানিয়েছে বার্সেলোনা।

অলিম্পিক ফুটবল: রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ফ্রান্সকে হারিয়ে সোনা স্পেনের

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ ৩২ বছর পর স্পেনের মুখে হাসি। অলিম্পিক ফুটবলে পুরুষ বিভাগে সোনা জিতল স্প্যানিশরা। গতকাল রাতে পিএসজির ঘরের মাঠে ফাইনালে ৫-৩ গোলে স্বাগতিক ফ্রান্সকে হারাল স্পেন।এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অলিম্পিক ফুটবলে সোনা জিতল স্পেন। প্রথমবার জিতেছিল ১৯৯২ সালে। ২০২০ আসরসহ তিনবার ফাইনালে হেরে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল স্পেনকে। এক মাসের মধ্যে তারা দুটি বড় সাফল্য পেল।কিছুদিন আগে ইউরোর শিরোপা জিতেছে তারা।আর ফ্রান্স দ্বিতীয় সোনা জিততে পারল না ঘরের মাঠে। তাদের একমাত্র সোনা এসেছিল ১৯৮৪ সালে।

গতকাল ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়ে স্পেন। তবে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে তারা। তবে ফ্রান্স দমে যায়নি। শেষ দিকে সমতা টেনে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যায়।অতিরিক্ত সময়ে স্পেনের সঙ্গে পেরে ওঠেনি ফ্রান্স।অতিরিক্ত সময়ের একশ মিনিটের মাথায় স্পেনকে লিড এনে দেন বদলি নামা সের্হিয়ো ক্যামেও। আর শেষ মিনিটে তিনিই আবার গোল করে অলিম্পিক ফুটবলে স্পেনের দ্বিতীয় সোনার পদক নিশ্চিত করে দেন।

জমে উঠেছে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে শীর্ষে থাকার লড়াই

প্যারিস, ১০ আগস্ট (হি.স.) : শেষ হয়ে এলো প্যারিস অলিম্পিক। আর শেষ বেলায় জমে উঠেছে শীর্ষস্থানে থাকার লড়াই আমেরিকা ও চীনের মধ্যে। পদকের লড়াইয়ে শুক্রবার শীর্ষে থাকা আমেরিকাকে ছুঁয়ে ফেলল চীন। দুটি দেশই এ পর্যন্ত ৩০টি করে সোনা জিতেছে। শুক্রবার ৫০০ মিটার ক্যানো ডাবল স্প্রিন্টে সোনা জেতেন চীনের জু শিজিয়াও ও সান মেনগ্যা জুটি। এর ফলে চীনের সোনা হয়ে যায় ৩০ টি। সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১০৩টি পদক জিতেছে আমেরিকা , ৭৪টি পদক চীনের। লড়াইটা হয়ে থাকে সোনা দিয়েই। সুতরাং আরেকটি সোনা জিতলেই আমেরিকাকে ছাপিয়ে যাবে চীন। আর সর্বমোট পদক জেতায় আমেরিকা , চীনের পর ৪৬টি পদক নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর-পূর্ব হিমোফিলিয়া কনসোর্টিয়ামের ৭ম বার্ষিক সম্মেলন

রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পসারণে রাজ্যের জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ জনপদে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে উত্তর-পূর্ব হিমোফিলিয়া কনসোর্টিয়ামের ৭ম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, রাজ্যের হেলথ সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. সৌভিক দেববর্মা, উত্তর পূর্ব হিমোফিলিয়া কনসোর্টিয়ামের সভাপতি ডা. জোরাম খোপে, রাজ্য স্বাস্থ্য মিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব দত্ত, ডা. জিনা ভট্টাচার্য। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, হিমোফিলিয়া একটি বিরল এবং জিনগত রোগ। যা মানুষের শরীরে রক্তক্ষরণে বাধা সৃষ্টি করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, গড়ে প্রতি ৫ হাজার জন মানুষের মধ্যে ১ জন এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৭৭ জন হিমোফিলিয়া রোগী নথিভুক্ত রয়েছেন। হিমোফিলিয়া রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের আইজিএম হাসপাতাল হচ্ছে এই রোগের জন্য স্টেট নোডাল সেন্টার। আইজিএম হাসপাতাল জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের সঙ্গে এ বিষয়ে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। রাজ্যে বিনামূল্যে এই রোগের চিকিৎসায় সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্ব হিমোফিলিয়া কনসোর্টিয়াম এই রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে কাজ করছে। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিমোফিলিয়া রাজ্য নোডাল অফিসার ডা. মৃণাল দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. রজত দেববর্মা।

২ বাংলাদেশী নাগরিক সহ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: পৃথক পৃথক অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে।পাশাপাশি, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে।অভিযানে ২০টি গবাদিপশু, ১২০০ কেজি চিনি, ১৪ কেজি গাঁজা ও বিভিন্ন মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।বিবৃতি আরও জানান, আজ ভোরে বিএসএফ এবং মধুপুর থানার যৌথ অভিযানে সন্দেহভাজন ২ জন মহিলাকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশী বলে স্বীকার করেন। ভারতীয় দালালের সাহায্যে তারা ত্রিপুরাশ প্রবেশ করেছেন। আরও জানা গিয়েছে, তারা গৃহপরিচারিকার চাকরি পেতে কলকাতায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।এদিকে, বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিযানে বিএসএফ জওয়ানরা ২০টি গবাদি পশু,১২০০ কেজি চিনি,১৪ কেজি গাঁজা এবং কয়েক লক্ষ টাকার অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে। বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার কারণে বিএসএফ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি জোরদার করেছে এবং বর্তমানে হাই অ্যালার্ট অবস্থায় রয়েছে।

নেশামুক্ত ত্রিপুরার স্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার গভীর রাতে ধলাই পুলিশ এক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫৩৯ কেজি ব্রাউন সুগার, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২.৫ কোটি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। পাশাপাশি এক পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ওইদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা তাঁর সামাজিক মাধ্যমে সংবাদ জানিয়েছেন।

আজ থেকে হর ঘর তিরঙ্গা কমসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: আগামী ১১ আগস্ট থেকে শুরু হবে হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি। ১৩ আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটি মন্ডলে তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি পদযাত্রাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক তাপস মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, দেশের জন্য যারা বলিদান দিয়েছে তাদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি শোকে গিয়ে মাল্যদান করা হবে। ১৪ আগস্ট বিভাজন বিভীষিকা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি মূল উদ্দেশ্য হলো অতীতে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, আগামী ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় দুই দিনের সফরে বিএসএফ-এর আইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলায় দুইদিনের সফরে গলেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এস প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস। এদিন তিনি হেলিকপ্টারে বাগবাসা হেলিপ্যাডে পৌঁছান এবং পানিসাগর মহকুমার ডিআইজি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।
এরপর আইজি এস প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার অধীনে বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার নিয়ে ইউনিট কমান্ড্যান্ট, কোম্পানি কমান্ডার এবং সীমান্তে মোতায়েন সেনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি এদিন তিনি আন্তঃসীমান্ত অপরাধ এবং বাংলাদেশীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য বিএসএফ জওয়ানদের প্রশংসা করেন।
তিনি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করেছেন কারণ বিএসএফ আধিপত্য বাড়ানোর জন্য সীমান্তে উচ্চ প্রযুক্তির এআই সক্ষম ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এদিন তিনি অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ঠেকাতে জওয়ানদের আরও সতর্কতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।
তারপর তিনি ঊনকোটির ডিএম এবং এসপির সাথে একটি বৈঠক করেছিলেন যেখানে আইজিকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিএসএফ-এর সাথে বেসামরিক প্রশাসনের যৌথভাবে নেওয়া বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।আইজি বিএসএফ-র আরও একটি বর্ডার আউট পোস্টে থাকবেন এবং পর্যালোচনা করেন।

শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে পিআইবি''র উত্তর পূর্বাঞ্চলের ডিজি কে. সতীশ নাম্বুদ্রিপাদ-কে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছে। তিনি এদিন সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্যমূলক আলোচনা করেছেন।

পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ফার্মের মালিকের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।
জানা গেছে, রাজধানী আগরতলা শহরের অদূরে মধুবন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম সংলগ্ন এবং মধুবন ঋষিপাড়া সংলগ্ন বগারচতল এলাকায় গড়ে উঠেছে এস এস ব্রিডিং নামক পোল্ট্রি ফার্ম। তবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম সংলগ্ন ফার্মটি বহু বছর আগেই স্থাপিত হয়েছিল এবং ঋষিপাড়া সংলগ্ন বগারচতল এলাকায় একই মালিকের গত ১ থেকে দেড় বছর আগে আরেকটি ফার্ম স্থাপন হয়। ফার্ম গুলি স্থাপন করার সময় মালিক স্থানীয় এলাকাবাসীদের জানিয়েছিলেন এলাকায় কোন ধরনের দুর্গন্ধ ছড়াবে না। কিন্তু ফার্মগুলো স্থাপন করার পর ফার্ম থেকে দুর্গন্ধ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধের জন্য এলাকার মানুষের সমস্যার কথা একাধিকবার ফার্মের মালিক কে জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরে ভুক্তভোগী স্থানীয় এলাকাবাসীরা এই দুর্গন্ধের কথা এলাকার বিধায়ককেও জানিয়েছিলেন কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি।
স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিযোগ এলাকার মানুষদের সমস্যায় ফেলে মালিক ফার্ম থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করবে সেটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। স্থানীয় এলাকার সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন আগে এলাকার এক পথ চলতি ব্যক্তি ফার্মের এই দুর্গন্ধের জন্য পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়েছেন কিন্তু জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি ফার্মের বিরুদ্ধে। স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন ফার্ম থেকে যে দুর্গন্ধ এলাকায় ছড়িয়েছে তাতে করে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই স্থানীয় এলাকাবাসীরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সরকার এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানিয়েছেন প্রশাসন যেন খুব শীঘ্রই এই ফার্ম গুলি বন্ধ করার ব্যবস্থা করে না হয় তাদেরকে এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি দেয়।

আবারো তিন বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশিরা রাজ্যে প্রবেশ করে নিচ্ছে। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানায় পুলিশ। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান পূর্ব থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জি।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে ত্রিপুরার সীমান্তগুলিতে বিএসএফ'র কড়া নজরদারি চলছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন পথে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে নিচ্ছে। এর মধ্যে চন্দ্রপুরের বাসস্ট্যান্ডে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে পুলিশ।পূর্ব থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ডে সন্দেহভাজন তিনজন ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে তিনজন ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। পুলিশী জেরাই তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত কোনসীমান্ত দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে তা জানা যায়নি। তারা বহিরাজ্যে যাওয়ার জন্য চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ডে জমায়েত হয়েছিলেন।ধৃতরা হলো মহম্মদ সিরাজুল শেখ (২২), মহম্মদ আলামিন (২০), ফাতেমা বেগম (১৮)। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় — ন্যায় সংহিতার ৬১(২) এবং ১৪৩ ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্বরজনক ঘটনার প্রতিবাদে সরব কৈলাসহরের শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: বাংলাদেশে বর্বর জনক ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুপুর বেলা কৈলাশহরে একটি প্রতিবাদ রেলীর আয়োজন করল কৈলাশহরের শিল্পীরা।
বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর জামাত শিবির ও বিএনপি মিলে বিভিন্ন ধরনের ভাসকর্জ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়, রাহুল আনন্দকে মারপিট করে এবং তার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়, এমনকি বাঙালির গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিও ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় একশ্রেণীর উশৃংখল মানুষ। এরই প্রতিবাদে শনিবার দুপুর বেলা কৈলাশহরে বিভিন্ন শিল্পী ও সাংস্কৃতিক জগতে যুক্ত ব্যক্তিরা কৈলাশহরে একটি প্রতিবাদ রেলি করেন।

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে মহড়া

আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে একটি মহড়ার (ড্রাই রান) আয়োজন করা হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, এই মহড়ার বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব মহড়া সম্পর্কিত এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান বৌদ্ধদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না: ড. ইউনূস

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের ছাত্র-জনতাকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মুহাম্মদ ইউনূস। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার মাধ্যমে কিছু লোক একটা গোলমাল লাগানোর জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান বৌদ্ধদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। শনিবার রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতাকে উদ্দেশ্য করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, পত্রপত্রিকায় আসতেছে, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হইতেছে। কী জন্য তাদের নিয়ে টানাটানি করতেছে, তারা কি দেশের মানুষ না? তোমরা (শিক্ষার্থী) দেশ রক্ষা করতে পেরেছ, কয়েকটা (সংখ্যালঘু) পরিবার রক্ষা করতে পারবা না!বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসহ সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে বিজিবি স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি ও গণসংযোগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শনিবার রাতে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা পরিদর্শন, তাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করে বিজিবি যেখানে হিন্দু-মুসলিমসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে।এদিকে, ঢাকাসহ সারা দেশে রবিবার সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে তিন সংখ্যালঘু সংগঠন। শনিবার বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের কথা জানান। সংখ্যালঘু তিন সংগঠনের মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চাভুক্ত সংগঠনগুলো। অনতিবিলম্বে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধ ও হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন তিনটি সংখ্যালঘু সংগঠন।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: ফেনি নদীতে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে সাব্রুমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফেনী নদীতে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন ভারতীয় কৃষকরা। তারা সাথে সাথে বিএসএফকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বিএসএফ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃতদেহের পরিচয় জানা যায় নি। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রক্তাক্ত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: নিজ ক্যাম্পে রহস্যজনকভাবে রক্তাক্ত এক টিএসআর জওয়ান। তাঁর সহকর্মীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গিয়েছে, নিজ ক্যাম্পেই ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত অরূপ মানব সিং ডিউটি অবস্থায় রক্তাক্ত হয়। কিন্তু তার সহকর্মীরা বিষয়টি চাপিয়ে রাখেন। এবিষয়ে তাঁর সহকর্মীরা জানান, জলের ট্যাংকিতে পড়ে রক্তাক্ত হয়েছেন ওই টিএসআর জওয়ান। জোয়ান বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে আমরা বাঙালি দলের তরফে আগরতলার শিবনগর এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশে অবস্থানরত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর হামলা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করার ঘটনার প্রতিবাদে ময়দানে নেমেছে আমরা বাঙালি দল। সংগঠনের তরফ থেকে শনিবার শিবনগর এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। প্রতিবাদ ভিক্ষুক মিছিলে অংশগ্রহণ করে আমরা বাঙালি রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন বাংলাদেশে অবস্থানরত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজনদের জীবনসম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার জানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেই দাবিও জানিয়েছেন তিনি। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালি দল।

ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: আজ সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সম্মেলন শিলংয়ের ত্রিপুরা ক্যাসেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এদিনের সম্মেলনে ১০টি ষষ্ঠ তফসিল এলাকার স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের সিইএম এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ওই সম্মেলনে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম প্রদোৎ কিশোর দেববর্মনও উপস্থিত ছিলেন।
এদিনের সম্মেলনে প্রদোৎ কিশোর দেববর্মন ঐক্য ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর ভাষণ দিয়েছেন।
পাশাপাশি সকল পরিষদকে সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।
তাছাড়া, এদিনের সম্মেলনে সকল পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মূলত, সকল পরিষদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ওই কমিটি গঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।